জাপান সফর

জানার অনেক শেখার অনেক

মকবুল আহমাদ

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

মগবাজার, ঢাকা।

জাপান সফর

জানার অনেক শেখার অনেক

মকবুল আহমাদ

প্রকাশনায়

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪৩৫/ক, ওয়ারলেস রেলগেইট,

বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

ফোন: ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১১১২৮৫৮৬, ০১৫৫২৩৫৪৫১৯

পকাশকাল

পথম পকাশ: রমাদান'১৪২৯হি:

সেপ্টেম্বর' ০৮ইং

পচ্ছদ ডিজাইন

নাজমস সায়াদাত

মদণ: ক্রিসেন্ট পিন্টিং ওয়াকস

নিধারিত মল্য: ২০.০০ টাকা মাত্র

<u>PPBN- 049</u>

ISBN-984 31 1426 0

Japan Sapar, *Janar Anake Shekher Anake*, by Maqbul Ahmad, Published by Professor's Publications, Dhaka.

Pixed Price TK. 20.00 Only.

উৎসগ-----

আমার জানাতবাসা পিতা নাদেরেজ্জামান

ও

জানাতবাসা মাতা আনজিরের নিসার

পবিত্র স্মতির উদ্দেশ্যে...

ভূমিকা

দেশের বিভিন্ন সমস্যার কথা যখন চিন্তা করি তখন অনেক বিষয় লেখার জন্য ইচ্ছা জাগে। কিন্তু বিভিন্ন ব্যস্তার কারণে হয়ে ওঠে না। পত্র-পত্রিকায় ২/১টি লেখা অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছে। মরহুম আব্বাস আলী খান, মরহুম অধ্যাপক ইউসুফ আলী ও মরহুম মোহাম্মদ ইউনুছ ভাইয়ের জীবনী কেন্দ্রীক সংকলন বের হওয়ার সময় বেশ তাগিদ দিয়ে দায়িত্বশীল ভাইয়েরা ২/১টি লেখা আদায় করেছেন আমার থেকে।

২০০১ সালে জাপান সফর থেকে আসলে সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' স্নেহাস্পদ কামরুল খুব তাগিদ দিলেন লেখার জন্য। অভ্যাস না থাকার কারণে বেশ দেরি হলো। একটু লিখে তার হাতে দিলাম। তা সাপ্তাহিক সোনার বাংলায় ছাপা হলো। নীচে লেখা 'চলবে'। পরে আমাকে এসে আবার তাগিদ দিলেন বাকী লেখা শেষ করে দেওয়ার জন্য। আমি বললাম, তুমি তো ভাল হেকমত জানো। আমাকে লেখক বানিয়ে ছাড়বে। অগত্যা কলম হাতে নিলাম, ব্যস্তার অজুহাতে না লেখা সম্ভব হলো না। এভাবে কয়েক সংখ্যায় লেখা প্রকাশিত হলো। অতঃপর বেশ কয়েকজন ভাই বলল, এটাকে বই করার জন্য। তা আর হয়ে ওঠে না। আমাকে অনেকেই বলেন, কিছু কিছু লিখুন, অনেকেই তো লিখেন। আমি বললাম, সবাই লিখলে পড়বে কে? আমার মতো কিছু লোক পাঠক থাকা দরকার।

সর্বশেষ মরহুম আব্বাস আলী খানের জীবনী লেখক স্নেহাস্পদ নাজমুস সায়াদাত তার শত ব্যস্তার ভিতর জাপান সফরকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে বইয়ের আদলে তৈরি করে আমাকে একটু দেখে দিতে বললেন, কিন্তু বিভিন্ন কারণে শুধু দেখার কাজও করতে অনেক দিন লেগে গেল।

আসলে লেখা একটা আর্ট, লিখতে লিখতে লেখক হয়ে যায়। অনেকদিন আগের কথা প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মরহুম মাওলানা আবদুর রহীম এক লেখক সম্মেলনে বলেছিলেন, লেখক হওয়া একেবারে সহজ, আপনার বাড়ী থেকে নিজ গ্রামের বাজারে যাওয়া যেমন সহজ তেমনি সহজ। আরো বললেন, আপনি সারাদিন যতকথা বলেন সন্ধ্যায় তা লিখে ফেলুন। দেখবেন একটা লেখা হয়ে গিয়েছে। এ সহজ নোসখা জানার পরও লিখার হাত পাকানো কঠিন। নাজমুস সায়াদাতের অনবরত চেষ্টা, তাগিদ না পেলে হয়ত এ লেখা বইয়ের আকারে বের হতো না।

বই লেখকদের আর একটা বিড়ম্বনা আমাকে ব্যথিত করে। লেখক অনেক চেষ্টা সাধনা করে পান্ডলিপি তৈরি করে প্রকাশককে দেন, বই বের হয়, প্রকাশকদের কম বেশি ব্যবসাও হয় কিন্তু লেখার প্রাপ্য পারিশ্রমিক পেতে বেশ কষ্ট হয় লেখকের।

আমি এক প্রকাশককে বললাম, আপনারা বই ছাপাতে কাগজ, কালি, প্রেসে টাকা খরচ করেন, নগদ টাকা দিতে হয়, কিন্তু লেখকের পাওনা দিতে খুব দেরি হয় কেন? অন্তত তার প্রাপ্য রয়্যালিটির অর্ধেক বই বের হওয়ার সাথে

সাথে দিয়ে দিন। কাগজ, কালির মত এটাও আপনার ইনভেস্টমেন্ট খরচ হিসাবে দেখাবেন। এ পাওয়ায় কষ্টক্লেশ করে লেখক যে মেহনত করল হয়তো কিছুটা পশান্তি পেল। জানি না প্রকাশক ব্যবসায়ী ভাইয়েরা এটাকে কিভাবে নিবেন? আবার দেখি কবিতার বই ছাপাতে চায় না পকাশকগণ slow item বলে। তা হলে কবি মনের এ কাব্যিক দোতনা কোথায় কিভাবে পকাশ করবে। অতীতকালে রাজা বাদশাগণ কবি মহাকবিদেরকে সহযোগিতা দিয়ে, সম্মানী/মাসোহারা দিয়ে, সাহিত্যিক অবদান রাখতে, মহাকাব্য রচনা করতে সাহায্য করতেন। এখনো সম্পদশালী লোকেরা এ বিষয়টি সমাজ বিনির্মাণের হাতিয়ার মনে করে উদারভাবে সংশিষ্টদের সহযোগিতা করতে পারেন।

স্নেহাস্পদ এ এম আমিনুল ইসলাম পফেসর'স পাবলিকেশন্সের সত্বাধিকারী। ব্যবসায়িক দিক থেকে এ বইটি আহামরি না হওয়া সত্বেও সে যে ছাপাতে আগ্রহী হয়েছে এজন্য আলাহ তাকে উত্তম পতিদান দিক দোয়া করি। আমার এ লেখায় কেউ যদি জীবনের আসল উদ্দেশ্যের পথে একটুও আগানোর প্রেরণা পায়, তা হবে আমার জন্য বড় পাওনা। মহান আলাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তার সন্তুষ্টি সামনে রেখে যাবতীয় পচেষ্টা চালানোর তৌফিক দিন।

মকবুল আহমাদ
মগবাজার, ঢাকা

সূচীপত্র

- জাপান সফরের আমন্ত্রণ- ৯
- ভিসা সংগ্রহ- ১০
- যাত্রা শুরু- ১১
- সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে- ১১
- ট্রেনে ভ্রমণ- ১৩
- দীনি ভাইদের সাথে মতবিনিময়- ১৫
- ইসলামিক এরাবিক ইনস্টিটিউট- ১৬
- জাপানে ইসলাম- ১৭
- ‘ইসলামিক মিশনে জাপান’র কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা- ১৮
- জাপানের রাজার বাড়ী- ১৯
- জাতীয় ধর্মীয় কেন্দ্র বৌদ্ধ মন্দিরে- ২০
- বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ- ২০
- মিশন মসজিদে গ্রুপ আলোচনা- ২১
- মিনসুকু সাজানামীর শিক্ষা শিবির- ২২
- বিদায়ী বৈঠক- ২৫
- ইয়াকোহামা সিটি- ২৬
- সৌদী রাষ্ট্রদূতের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে- ২৬
- দীনি ভাইদের সাক্ষাতকার প্রোগ্রাম- ২৭
- টোকিওর সার্কেল ট্রেনে ভ্রমণ- ২৭
- ইউনো পার্ক- ২৯
- বিদায়- ৩১
- ফিরতি যাত্রা : জাপান হতে দেশে- ৩১
- জাপানে ইসলাম : কিছু তথ্য- ৩৩
- জাপানীদের মাঝেও দাওয়াতী কাজ করতে হবে- ৩৯
- জাপানে ইসলাম- ৪০
- ইসলামের আলোয় আলোকিত হলেন মি. মতি- ৪৫
- জাপানে বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের ঠিকানা- ৪৭

জাপান সফরের আমন্ত্রণ

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য। বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করা, দেখা, শুধু দেখা নয় শেখা, ইবরাত হাসিল করা, পরিচিত অপরিচিত বিভিন্ন ভাইদের সাথে সাক্ষাত, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অর্জন সত্যিই শিক্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। ইসলামী আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বে থাকার কারণে দেশের প্রত্যেকটি জেলায় সফরের সুযোগ হয়েছে। অনেক অদেখা জিনিস দেখেছি, অনেক অজানাকে জেনেছি। নিজের মন প্রশস্থ হতে এ ধরনের সফর সত্যিই বিরাট ফলদায়ক। নিজের সীমাবদ্ধতা, জ্ঞানের কমতি অনেক কাটিয়ে উঠা যায়। প্রতিকূল অনুকূল অবস্থায় ছবর ধৈর্যের গুরুত্ব অপরিসীম তাও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এটা দেশে বিভিন্ন জেলার যেমন সফরে বুঝা যায় ঠিক প্রবাসে দেশের বাইরের সফরেও উপলব্ধি করা যায় আরো ব্যাপকভাবে।

১৯৭৯ ও ৮২ সালে দু'বার দীনি আন্দোলনের প্রয়োজনে, পবিত্র হজ পালন উপলক্ষে 'নবীর দেশে' সফরের সুযোগ হয়েছে। রাবিতা আলম আল ইসলামীর মেহমান হওয়ার কারণে অনেক সহজে যাবতীয় কাজ সমাধা হয়েছে। আল্লাহর অপার মহিমা অর্থের দিক দিয়ে সামর্থবান না হওয়া, হজ্ব ফরজ হওয়া ছাড়াও তারই মেহেরবাণীতে খানায়ে কাবায় তার মেহমান হওয়া তার অপরিসীম দয়া ও মেহেরবাণী, সত্যি আল্লাহর অপার মহিমা ছোবহানাল্লাজী ওয়াবিহামদিহী ছোবহানাল্লাহীল আজীম।

এ বছর (২০০১) মার্চ মাসের প্রথম দিকে প্রিয় ভাই কামারুজ্জামান (সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল) একদিন বললেন আপনাকে জাপান সফরে যেতে হবে। আমি হঠাৎ যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন, এপ্রিলের শেষ দিকে যেতে হবে সময় বেশ আছে প্রস্তুতি নিন। এর কয়েকদিন পরে আমীরে জামায়াত মুহতারাম মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বললেন, ইসলামিক মিশন জাপানের এক সম্মেলন উপলক্ষে জাপান যেতে হবে। কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক অধ্যাপক মাজহারুল ইসলাম আমার পাসপোর্ট চাইলেন। অনেক দিন হয় হজ্ব সফরের পর পাসপোর্ট কি অবস্থায় আছে তার তালাশ করিনি। অবশ্য এর কয়েক বছর আগে সাবেক আমীরে জামায়াত মুহ্তারাম অধ্যাপক গোলাম আযম বলেছিলেন আমাকে ইংল্যান্ড সফরে যেতে হবে আরো ২ ভাইসহ 'ইসলামী ফোরাম ইউরোপ' এর দাওয়াতে। আমি বললাম, শীত প্রধান দেশ আমার জন্য খুবই কষ্টকর আমাকে রেহাই দিলে উপকার হয়, আমি শীতকাতর হওয়ায় কিছুটা অসুস্থতাও ছিল সবে মিলে রেহাই পেলাম।

ভিসা সংগ্রহ

এবার যথারীতি পাসপোর্ট জমা দিয়ে ভিসা সংগ্রহের পালা। জাপান 'ইসলামিক সেন্টারে'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সালেহ এম সামুরাই এর দাওয়াতপত্র পেলাম, যার কারণে সহজে ভিসা পাওয়া গেল। জাপানের ভিসা পাওয়া শুনেছি সে এক কঠিন ব্যাপার।

আমাদের দেশের জাপান দূতাবাসের ব্যবস্থাপনা একটু ব্যতিক্রম মনে হল। ভিসা প্রার্থী পুরুষ ও মহিলা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, বসার ব্যবস্থা নেই। দূতাবাসের প্রথম যে ঘর তাও দরজা বন্ধ থাকে। এ ব্যবস্থাটা দৃষ্টিকটূ। শুনেছি জাপানীরা অতিথিবৎসল। যে দেশে দূতাবাস থাকে, সে দেশের আলো বাতাসে দূতাবাসের পরিবেশ গড়ে উঠে। তাই সে দেশের মানুষগুলোকে মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে পরিবেশ আরো সুন্দর করা যায়। এতবড় একটা দূতাবাস তাদের বহিরাঙ্গনে একটা বসার ঘরের ব্যবস্থা কি করা যায় না? অবশ্য যারা ঢুকে তল্লাশীর (Cheque & Quary) কাজ শেষ করার পর ভিতরে নিয়ে গেলে ভাল বসার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ দেশে অপরিচিত লোকও কোন অফিসে গেলে কমপক্ষে বসার ব্যবস্থা থাকে। ভিসার জন্য কাগজপত্র দেখার পদ্ধতি বেশী কঠিন মনে হলো। সরু ছিদ্র দিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিতে হয়। কর্মচারীদের সাথে ভিসা প্রার্থীর কথাবার্তা হয় গ্লাসের ভিতর দিয়ে মাইক্রোফোনে। এটা কি “নিরাপত্তা” না “আভিজাত্য” তা বুঝা গেল না।

যাত্রা শুরু

২৬ এপ্রিল (২০০১) বাংলাদেশ বিমানে আমাদের সফর শুরু। টিকেট ভিসার আনষঙ্গিক কাজ সেরে ভিতরে গিয়ে জানলাম, বিমান চিরাচয়িত নিয়ম অনুযায়ী পুরো ১ ঘন্টা বিলম্ব হবে। সন্ধা ৮:৪৫ মিনিটে বিমান ছাড়ল আর দোয়ার ঘোষণা আসল “বিসমিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বি লাগাফুরুর রাহীম।” (মহান আল্লাহর নামে এর গতি এবং স্থিতির উপর আরোহন করলাম। নি:সন্দেহে আমার প্রভু অতি মার্জনাকারী ও দয়াবান)

আমার সাথে একজন যাত্রী ‘তাসলীমা আখতার তুলি’ যোগ দিল। মা-বাপের একমাত্র মেয়েকে বিদায় জানাতে তার মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন অনেকেই এসেছে। তিনি ‘ইসলামিক মিশন জাপানের’ জেনারেল সেক্রেটারী খোরশেদ আলম জাহাঙ্গীরের বেগম। বিমানে যথা নিয়মে নাস্তা, খাওয়া দেয়া হলো অবশ্য পরিমাণে বেশী যার বেশীর ভাগই ফেরৎ দিতে হলো। আমার সাথী ‘তুলি’ বেশ কিছু প্রশ্ন করল ইসলাম, আচার-আচরণ, দেশের পরিস্থিতি ও বিভিন্ন বিষয়ে, যার উত্তর দিলাম। পত্র-পত্রিকায় ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য কেন জানতে চাইলো। সাংবাদিক অসততা হলুদ সাংবাদিকতা ও মিডিয়ার ভূমিকার চিত্র তুলে ধরলাম। তিনি বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করলেন মনে হলো। মাঝে ১ ঘন্টা যাত্রা বিরতি হলো ব্যাংকক বিমান বন্দরে।

সূর্যোদয়ের দেশ জাপানে

পরদিন স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় সূর্যোদয়ের দেশ জাপানের সর্ববৃহৎ বিমান বন্দর নারিতায় (Narita) অবতরণ করলাম। বিমান বন্দরটি বেশ বড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুবই সুন্দর মনে হলো। টিকেট, পাসপোর্টের পরীক্ষা-নীরিক্ষা শেষে বাইরে এসে দেখলাম দ্বীনি ভাই ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার অধিবাসী বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব হাফেজ মো. আলাউদ্দিন ও অন্য আর এক ভাইকে। তাদের সাথে কুশল বিনিময়ের পর আমাদের অবস্থান স্থল ইসলামিক মিশন জাপানের কেন্দ্রীয় মেহমানখানার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। হাফেজ আলাউদ্দিন ভাই নিজ গাড়ী ড্রাইভ করছেন। রাস্তা মসৃণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহাসড়ক যে স্থানে আবাসিক এলাকার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করছে,

সেখানে দেখলাম ৩০/৩৫ ফিট উঁচু স্টীলের দেয়াল। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্যই এ ব্যবস্থা। টোকিও মূল শহর থেকে বিমান বন্দর প্রায় ৬৫ কি.মি. দূরে। ধূঁয়া, যানজট, হর্নের বিকট আওয়াজ সবই অনুপস্থিত। শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে সুখ্যাতি তা চোখে পড়ার মত। সারা পথে প্রচুর শিল্প কারখানা দৃষ্টিগোচর হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর একেবারে ভগ্নপ্রায় অর্থনীতিকে পরিশ্রম ও নিষ্ঠা দিয়ে আজ জাপান শিল্পোন্নত ও কৃষিতে উন্নতির উচ্চ কাতারে এসে দাঁড়িয়েছে।

গাড়ীতে ছোট টেলিভিশনের পর্দায় ইঙ্গিত দিচ্ছে আমরা কতদূর এলাম, কোথায় আছি গন্তব্য কতদূর, চমৎকার যান্ত্রিক ব্যবস্থা।

মিশন অফিসে দীনি ভাই সর্বজনাব মো. আহসান আল বাশার (প্রাক্তন সভাপতি, ইসলামিক মিশন জাপান) মো. খোরশেদ আলম জাহাঙ্গীর (সেক্রেটারী জেনারেল, ইসলামিক মিশন জাপান) মাওলানা আনিসুর রহমান আজাদ, মামুনুর রশীদ ও অন্যান্য ভাইয়েরা আমাদের আন্তরিক সম্বর্ধনা জানিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। সবারই মনে অনেক প্রশ্ন, দেশের সার্বিক অবস্থা ও ইসলামী আন্দোলনের ব্যাপারে। জাহাঙ্গীর ভাইকে বললাম, ‘তুলিকে’ ‘শিল্পীর’ হাতে তুলে দেয়া গেল আল্লাহর শুকরিয়া। সবাইকে তিনি মিষ্টিমুখ করালেন।

বাদ আছর দীনিভাই শাহ আলম শিকদার (কুমিল্লার অধিবাসী) এলেন। তিনি ইসলামী আন্দোলনের পুরাতন কর্মী এবং দীর্ঘদিন জাপানে আছেন। বেশ রপ্ত করেছেন জাপানী ভাষা। তিনি জাপানী এক মুসলিম মহিলাকে বিয়ে করেছেন এ সুবাদে প্রবাসে ভালই আছেন। যারা জাপানে বিয়েশাদী করেছেন তারা ভিসার সমস্যার আর ভোগেন না। বিকেলে তিনি নিকটস্ত একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে নিয়ে গেলেন। বিশ কিছু কেনা কাটা করলেন। দোকান দেখলেই বুঝা যায় বেশ প্রাচুর্য্য। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস, খাদ্য দ্রব্য, খেলনা, কাপড়-চোপড় থেকে Electronics সামগ্রী সবই আছে। প্রয়োজনীয় জিনিস পছন্দ করে ট্রলিতে উঠিয়ে Account section-এ নিয়ে গেলে দাম শোধ করে দরজায় গেলে স্বয়ংক্রিয় দরজা খুলে যায়, জিনিস নিয়ে বের হয়ে গেলেন। অবশ্য এ System এখন ঢাকার ডিপার্টমেন্টাল শপগুলোতে দেখা যায়।

একটা জিনিস দেখা গেল, জিনিসপত্রের দাম বেশী মনে হলো। আমার সাথী বললেন, এখানে আয় যেমন বেশী, দ্রব্যমূল্য সে হিসাবে বেশী, বাংলাদেশী টাকায় হিসাব করলে কিছু ক্রয় করা কঠিনই মনে হবে। সামান্য একটা চিরুনীর দাম বাংলাদেশের তুলনায় ৫/৭ গুণ বেশী মনে হলো, আমার সাথী বলল ঐভাবে বাংলাদেশের সাথে মিলালে চলবে না। এখানে আমরা যেমন আয় করি সে অনযায়ী খরচ করি, কোন সমস্যা মনে হয় না। আর একটা জিনিস চোখে পড়লো, খুব বৃদ্ধা মহিলা সকল কাজ নিজে করছে। বাজার করে, সাইকেলে নিয়ে যাচ্ছে যা দেখলে করুণা হয়। এ বয়সী মহিলা নাতিদের খেদমতের সাহচর্যে চলে আমাদের দেশে। জানলাম পরিবার ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কারণে তাদের সাথে তার ছেলেমেয়ে বৌ কেউ থাকে না। সবাই আত্মকেন্দ্রিক, পাখীর ছানার মত। ডানা হলো উড়ে গেল অন্য কোথায় ঘর বাঁধল পুরাতন বাসার খবর রাখার প্রয়োজনও নেই, সময়ও নেই।

“খাও দাও ফুর্তি কর, জীবনটাকে কানায় কানায় ভোগ কর।” এ মনোভাবই যেন প্রবল। কিন্তু আজ যে শুধু নিজের তুপ্তি দেখছে কাল যে তার বার্ধক্য এলে তাকেও কেউ দেখবেক না এ বোধটা নেই। সমাজটা তাদের এমন!

মেহমানখানায় ফিরে বিশ্রাম নিলাম। বাদ এশা অনেক ভাই মিশনে অফিসে এলা, পরিচয় হলো, মত বিনিময় হলো। বিশেষ করে বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, গণতন্ত্রের ও ঐক্যমতের সরকারের নামে অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ চালাতে গিয়ে দেশকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে এসেছে বর্তমান সরকার (হাসিনা সরকার)। এ ব্যাপারে সবাই উদগ্রিব। বিরোধীদল জোটবদ্ধ থেকে এ স্বৈরাচার থেকে দেশ বাঁচাতে পারবে কিনা এটাই সবারই প্রশ্ন। ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন, ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন এ বিষয়ে সবাই সনির্বদ্ধ অনুরোধ জানালেন।

ট্রেনে ভ্রমণ

আজ ২৮ এপ্রিল আবহাওয়া মেঘলা, ঠাণ্ডা বাতাস। নাস্তাপানি সেরে ভাইদের সাথে আলাপ হলো। এতে সর্বজনাব সৈয়দ মর্তুজা আলী, শাহ আলম সিকদার, আহসান আল বাশার, মাওলানা আনিসুর রহমানসহ অনেক ভাই শরীক ছিলেন। তাদের সাথে আলাপে একটা জিনিস জানলাম যে তাদের অনেকের প্রবাস জীবন বেশ দীর্ঘ ৭/৮ বছর।

শরীয়তপুরের ভাই জনাব নূরুল ইসলাম বিকেলে নিয়ে গেলেন বিরাট এক ইলেট্রনিক্স মার্কেটে। অত্যাধুনিক রেডিও, টিভি, ভিসিপি ও বিভিন্ন ধরনের ঘড়ির বিরাট জমজমাট মার্কেট। বেশ ভীড়, বিরাট বেচাকেনার কেন্দ্র।

মার্কেটে যেতে ট্রেনে গেলাম। Coin push করে টিকেট নিতে হয়। বিনা টিকেটে কেউ ভ্রমণ করে না। যদি কেউ টিকেটের বেশী ট্রেন সফর করে শেষ স্টেশনে গিয়ে তা Adjust করে টিকেট পরিবর্তন করে নেয়। লোকদেরকে আইনানুগ চলতে অভ্যস্ত মনে হয়েছে। প্রত্যেক রেল স্টেশনে গাইড ম্যাপ আছে। নতুন লোকও চিনে নিতে পারে তার গন্তব্যস্থল। ট্রেন, স্টেশন, প্লাট ফরম খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, স্টেশন ও প্লাটফরম একেবারে সমউঁচু, সমান্তরাল। বৃদ্ধদের জন্য বিশেষভাবে চিন্হিত বসার সীট আছে, যা অন্যরা সাধারণত বসে না বা এসে তাগিদ দিয়ে Unauthorised যাত্রীকে চাপ দিয়ে জায়গা করে পাতাল ট্রেন (subway)। স্টেশনে কোন আগন্তুক কোন সমস্যায় পড়লে জাপানীরা খুবই সহৃদয়, তাকে সাহায্য করতে।

রাস্তাঘাটে চলতে দেখা যায় ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে বাইসাইকেলে, কিন্তু বেল কদাচিত দেয়। ট্রেন লাইনে, সড়ক পথে ও ক্রসিংয়ে সিগনাল লাইট কেউ অমান্য করে না। লালবাতি জ্বললে কাছাকাছি গাড়ি না থাকলেও কেউ রাস্তা পার হবে না সবুজ সংকেত ছাড়া। নিয়ম মানার এ যে অভ্যাস- জাপানীদের জীবনে মিশে গিয়েছে। এমনকি রাস্তায় ছোট কুকুরের বাচ্চা দেখা গেল। লালবাতিতে লোক দাঁড়িয়ে গেল তখন কুকুর শাবকও রাস্তা পার হচ্ছে না।

পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে যেখানে পুরুষেরা পূর্ণ দৈর্ঘ পরে, সকল পুরুষই প্যান্ট শার্ট পরে। সেখানে প্রায় ১০% মহিলা পূর্ণ দৈর্ঘ্য (Full Skirt) পোশাক পরে, আধা খাটো পরে প্রায় ২০%, হাটুর উপরে স্কার্ট পরে প্রায় ৬০% মহিলা।

ট্রেনে আলাপ চারিতায় বুঝা যায় জাপানীরা শান্তশিষ্ট ভদ্র, পরোপকারী, কর্মট। কিন্তু স্রষ্টার আইন না জানা না মানার কারণে সত্যিকার শান্তি নেই। এদের মনোভাব 'খাও দাও ফুর্তি কর' জীবন একটাই ভোগ কর। মৃত্যুর পর কি সেটার কোন চিন্তা নেই। অত্যাধুনিক জীবনের ভিতরও তাদের সত্যিকার শান্তি নেই। ট্রেনে পরিচয় হলো মেডিকেল ছাত্রী Tamani Noita ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী Saito Yuki, ইংরেজী জানে খুবই কম। বাংলাদেশ সম্পর্কে জানে খুবই দূরের দেশ এবং বেশ গরীব দেশ এতটুকু। তাদের আগ্রহ আছে ইসলাম সম্পর্কে জানার, তাদের ঠিকানা দিয়ে এসেছি আমাদের ভাইদেরকে যোগাযোগ করা বিশেষ করে জাপানী ভাষায় প্রকাশিত ছোট ছোট ইসলামী সাহিত্য দেবার জন্য।

ইসলামী সেন্টার জাপান বেশ কিছু ছোট ছোট ইসলামী সাহিত্য জাপানি ভাষায় প্রকাশ করেছে। ইসলামিক মিশন জাপানও ইসলামী বই জাপানি ভাষায় বের করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

জনাব কারী ফারুক ইসলামিক মিশন জাপানের তৎকালীন সভাপতি। তিনি এলেন তার সাতে প্রথম পরিচয়। কুশল বিনিময় হলো। তার পরিচালনায় ইসলামিক মিশন বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। আজ বিকেলে ফ্রান্স এম্বেসীতে চাকুরিরত বাংলাদেশী এক ভাই জনৈক চৌধুরী সাহেব ও তার বেগম মিশন অফিসে এলেন সাক্ষাতের জন্য। দেশের পরিস্থিতি বিস্তারিত জানার চেষ্টা করলেন।

দীনি ভাইদের সাথে মতবিনিময়

আজ ২৯ এপ্রিল সূর্যোদয়ের দেশে মেঘলা আবহাওয়ার কারণে সূর্য দেখা যাচ্ছে না। ঠাণ্ডা বাতাস। পুরো জাপান অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। চারিদিকে সাগর, তাই বাতাসের প্রবাহ বেশ তীব্র। সকালে দীনি ভাইদের সাথে মতবিনিময় হলো। বিশেষ করে ভাই মামুনুর রশীদ (প্রাক্তন সাংবাদিক) এর সাথে দীর্ঘ আলাপ হলো। তিনি দীর্ঘদিন থেকে আংশিক প্যারালাইসিস-এ ভুগছেন। কর্মস্থলে যান না। তাই তার হাতে সময় প্রচুর, সাংবাদিক হওয়ার কারণে তিনি খুটে খুটে দেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে, ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী। দেশের সম্পর্কে, আন্দোলন সম্পর্কে জানবার সেকি আগ্রহ, কী আবেগ, কী ব্যাকুলতা- সত্যিই স্মরণীয়। তার শারীরিক অসুস্থতা- তার জানার ব্যাকুলতাকে যেন শতগুণ বৃদ্ধি করেছে। তিনি অবশ্য বর্তমানে দেশে (রাজশাহীতে) অবস্থান করছেন।

ইসলামিক এরাবিক ইনস্টিটিউট

মিশনের কেন্দ্রীয় অফিস সুমিদাকু কিউজিমা (Sumidaku Khyjima) থেকে বিকলে নোয়খালীর কোম্পানীগঞ্জের দীনি ভাই আবদুল মালেকের সাথে টোকিও মসজিদ ও সৌদি সরকারের অর্থানুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত টোকিও ইনস্টিটিউট দেখতে বের হলাম। মসজিদটি সেখান থেকে বেশ দূরে, ট্রেনে যাওয়া যায়। মসজিদটি খুবই সুন্দর। এ মসজিদ প্রতিষ্ঠায় অনেক মুসলিম দেশের সহযোগিতা আছে তবে তুরস্ক সরকারের ধর্মমন্ত্রণালয়ের

অনুদান বেশী বলে জানলাম। মসজিদে আলোচনা কক্ষ, লাইব্রেরি আছে। অবশ্য বই বিশেষ করে জাপানী ভাষায় কুরআন-হাদীসের তাফসীর ও অন্যান্য সাহিত্য বেশী দেখা গেল না।

প্রায় এক বছর আগে এ মসজিদটি পুন:সংস্কার করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মালম্বী এ দেশের প্রধান শহর টোকিওতে লক্ষ মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এ মসজিদের মিনার যার চূড়া থেকে প্রতিদিন পাঁচবার আজান, আল্লাহর পথে আহবানের ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এ মসজিদ যেন জাপানের মুসলমানদের মিলন কেন্দ্র। প্রতিদিন অসংখ্য মুসলমান আসে এখানে নামায পড়ার জন্য। অবশ্য অমুসলিম জাপানীরাও আসে এর সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে দেখার জন্যে। ১৯৩৮ সালে এ মসজিদটি প্রধানত: তুর্কী মুসলমানদের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভূমিকম্পের দরুণ এ মসজিদটি ফাটল ধরলে তা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ে তোলা হয়।

এ মসজিদকে মুসলমানদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সাথে সাথে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, জাপানীদের নিকট ইসলামের বাণী তুলে ধরার জন্য জাপানী ভাষায় কুরআনের নিয়মিত দারস চালু করা যায়। এ ব্যাপারে জাপানে বসবাসরত মুসলমানরা বিশেষ করে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামিক মিশন জাপান' অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। ইতিমধ্যে এ 'মিশন' অনেক যুবককে ইসলামের সুশীতল ছায়ার দিকে আহবান জানিয়ে 'সিরাতাল মোস্তাকিমে' চলা দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে মসজিদে সালাতুল আসরের জামাতের পরে আমরা এরাবিক ইনস্টিটিউট দেখতে গেলাম। এরাবিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক একজন সৌদী আলেম। তিনি বেশ আন্তরিকতার সাথে আমাদের মেহমানদারী করালেন। তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন কিভাবে ইনস্টিটিউট পরিচালিত হয়। এক সময়ে এ প্রতিষ্ঠানে 'ইসলামি মিশন জাপানের' বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলোর এ ধরনের সমাবেশে সবারই মধ্যে এ ইনস্টিটিউটি বেশ আগ্রহের সৃষ্টি করবে, উত্তরোত্তর এ প্রতিষ্ঠানটি হবে ইসলামী জ্ঞান গবেষণার অনন্য দিকপাল। এ প্রতিষ্ঠান ছোট ছোট ইসলামী বিষয়ভিত্তিক জাপানী ভাষায় পুস্তিকা প্রকাশ করে ব্যাপক ভিত্তিতে প্রচার করতে পারে। জাপানে ইসলামী জ্ঞান প্রসারে এ প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা রাখুক এ কামনা করি।

১৮৮৯ সালে তুরস্কের জাহাজ দুর্ঘটনার পর 'তেরাজিবো ইমাদা' নামের এক যুবক ১৮৯৩ সালে ইসলাম কবুল করেন, সম্ভবত: তিনি জাপানে প্রথম মুসলমান এরপর রশিদ ইব্রাহিম নামে এক তুর্কী মুসলমান জাপানে ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

জাপানে ইসলাম

বর্তমানে আল্লাহর মেহেরবাণীতে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান জাপানে ইসলামের প্রচার ও দাওয়াতী কাজে নিয়োজিত আছে। যে সকল প্রবাসী বাংলাদেশ থেকে জাপান যায় তারা এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে ইসলামিক মিশন জাপানে যোগাযোগ করা খুবই প্রয়োজন, বর্তমানে 'বায়তুল আমান মসজিদ, সাইতামাকেনে কেন্দ্রটি অবস্থিত।

ফোন ০৪৮৯৮৫০৯১১। বিদেশে দীন ঈমানের হেফাজতের জন্য, দীনের দাওয়াত অন্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য মুসলিম উম্মাহর যে দায়িত্ব তা পালন করার জন্য অবশ্যই সংঘবদ্ধ জীবন, জামায়াতী জিন্দেগী যাপন করার চেষ্টা করা উচিত। তা না হলে দীন ঈমান বিরোধী পরিবেশে ঈমানের উপর টিকে থাকা খুবই কঠিন। প্রবাস জীবনে সঙ্গদানের জন্যও এ পরিবেশ দরকার। ভাল পরিবেশ না পেলে অবশ্যই মন্দ পরিবেশের শিকার হতে হয়। স্রোতে ভাসা, বিপথগামী কো কোন যুবকের করুণ পরিণতি দেখে প্রবাসী মুসলিম ভাইদের আরো বেশী সচেতন হওয়া দরকার।

বর্তমানে জাপানে এ ছাড়াও আরো কিছু ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান দীনি দাওয়াতী কাজের ও সাহিত্য প্রকাশের ব্যবস্থা করছেন। তন্মোধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ইসলামী সেন্টার জাপান, জাপান ইসলামিক ট্রাস্ট, ইসলামিক সার্কেল অব জাপান।

এছাড়া জাপানে তাবলীগ জামায়াতের ভাইয়েরাও তৎপর আছেন। যদিও তাদের তৎপরতা ব্যক্তিগত আমল আখলাক ও দীনের সীমাবদ্ধ ধারণার বাইরে এখনো ব্যপ্তি লাভ ঘটেনি। ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এটা সমাধান দিতে পারে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সকল ক্ষেত্রের- এ ব্যাপক Conception শুরুতে দেয়া দরকার, তাবলীগ জামাতের মুরুব্বীরা এ বিষয়টির দিকে নজর দিতে পারেন।

জাপান ইসলামিক কংগ্রেস, কাউন্সিল অফ ইসলামিক অর্গানাইজেশন ইন জাপান, প্যান কমুনিকেশন সেন্টার, ইয়োকোহামা ইসলামী মাস মিডিয়া সেন্টার প্রভৃতিও সাধ্যানুযায়ী ইসলামী দাওয়াহ কাজের আনজাম দিয়ে যাচ্ছেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মত বিনিময়, ঐক্য সম্মেলন প্রভৃতি ব্যবস্থা থাকলে জাপানের' মহিলা সদস্য বোনেরা দাওয়াতী কাজে তৎপরতা চালাচ্ছেন। বাংলাদেশী বোন মিসেস হালীমা রহিম চাঁদনী (এ সময় যিনি ইসলামিক মিশন জাপানের মহিলা বিভাগীয় দায়িত্বশীলা) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার চেষ্টা করছেন, অবশ্য তিনি এখন দেশে চলে এসেছেন। তাদের প্রত্যেক বোন অন্তত: একজন জাপানী মহিলাকে দাওয়াতী প্রচেষ্টায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের দাওয়াতকে সম্প্রসারণ করছেন। প্রবাসে তাদের এ প্রচেষ্টাকে আল্লাহ সাফল্য মণ্ডিত করুন। আজকের ছোট সবুজ চারা গাছটিই তো আগামীকালের প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

'ইসলামিক মিশন জাপান'র কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভা

আজ ৩০ এপ্রিল, সুন্দর আবহাওয়া। সকাল ১১টায় স্থানীয় একটি কমিউনিটি সেন্টারে 'ইসলামিক মিশন জাপান'র কেন্দ্রীয় পরামর্শ সভার বৈঠক। ১১জন সদস্যের প্রায়ই উপস্থিত। যথাসময়ে বৈঠক শুরু হয়েছে। জাপানে দীনের কাজের সমস্যা ও বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রত্যেক সদস্যই যেন নিজেদের ব্যক্তিগত রুজি-রোজগার, কাজ-কর্ম থেকে দীনের প্রদত্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে, সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে পালন করেন সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। এটাও বলা হলো, আপনারা শুধু একজন কর্মজীবিই নন, বাংলাদেশের নাগরিক, দেশের একজন প্রতিনিধি, সর্বোপরি একজন মুসলমান, দীনের দায়ী, আল্লাহর পথে এক একজন আহবানকারী।

আপনাদের তৎপরতা ও জিম্মাদারী পালনের উপর দেশের সম্মান এবং ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্যের প্রতিনিধিত্বের প্রভাব ও সুনাম নির্ভর করছে।

জাপানের রাজার বাড়ী

আজ পহেলা মে, টোকিও সেন্ট্রাল রেলওয়ে স্টেশনে সকালে পৌঁছলাম। আজকের গন্তব্য জাপানের রাজার বাড়ী দেখা। রাজার পরিবারের সব লোক একই এলাকায় থাকে। নদী বেষ্টিত এলাকা। সবারই আলাদা আলাদা বাড়ী আছে। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া সাধারন দর্শক ঐ এলাকায় ঢুকা নিষেধ। জাপানী ডিজাইনের রাজ প্রাসাদগুলো সুন্দর ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে। আজকে সফরে আছেন সাথী ভাই নাসিরুদ্দীন পিন্টু, খুবই শরীফ, নিবেদিত প্রাণ দীনের খাদেম, ভাই বাকীবিল্লাহ, মুহাম্মদ সেলিম ও ভাই মুহাম্মদ মোস্তফা মিশনের সদস্য। রাজার বাড়ী প্রাচীন ঐতিহ্যের নিদর্শন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ দেশের রাজা ঐক্যের প্রতীক, শাসন করেন না। তবুও জনগণ তাকে দেবতার মত সম্মান করেন। মানুষ যে আসলে দেবতা নয়, যখন এ সকল পরিবারের সদস্যেরা এদিক সেদিক করে, জীবন যৌবনের তাকিদে অঘটন ঘটিয়ে বসে তখন প্রজাকুলের স্বপ্ন কিছু কিছু আঘাত প্রাপ্ত হয়, রাজা যে দেবতা নয় তা ভাবে। দুনিয়ার রাজতন্ত্র এখন ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে আছে। Constitutional monarchy ও আর যেন চলতে চাচ্ছে না। নেপালের ঘটনা দুনিয়ার অনেকের চোখ খুলে দিচ্ছে।

রাজবাড়ীর নিকটেই পার্ক। এখানে প্রচুর লোকের ভীড়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সবুজের সমারোহ, ফুলের প্রাচুর্য। জাপানীরা ফুলপ্রিয়। বাড়ীতে এক খণ্ড/ এক চিলতে জায়গাও যদি থাকে তাতে ৫/৭টি ফুল গাছ লাগানো চাই। এর পরে নৌ ভ্রমণ। চমৎকার ব্যবস্থা। প্রচুর যাত্রী টিকেট করে সারিবদ্ধভাবে স্টীমারে উঠছে। ৫/৭ মাইল নদী পথে সুন্দর সবুজ বাগান ও নিয়ন্ত্রিত নদী, দুকূল ছাপিয়ে ঢেউ, খুবই আরামদায়ক, দৃষ্টিনন্দন সফর। এ আনন্দ ভ্রমণে চোখে পড়ে রেইনবো ব্রীজ। খুবই বিশাল, ৪/৫ তলা ব্রীজ। চারিদিক থেকে গাড়ী আসা-যাওয়া করছে, একটা উপর দিয়ে, একটা নীচ দিয়ে, আর একটা আরো নীচ দিয়ে, অন্যটা সবার উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সে এক সুন্দর দৃশ্য। অনন্য শৈলী-দৃষ্টিনন্দন এ ব্রীজ। নির্মাণ এক অনুপম উদাহরণ। এর তুলনা যেন উক্ত সেতু নিজেই। দক্ষ কারিগরের সুনিপুণ হাতে শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা ছবি এ ব্রীজ রংধনুর মতই, সত্যিই চোখ কাড়া সৌন্দর্যের প্রতীক।

জাতীয় ধর্মীয় কেন্দ্র বৌদ্ধ মন্দিরে

এরপরে গেলাম জাপানের জাতীয় ধর্মীয় কেন্দ্র বৌদ্ধ মন্দিরে। এটি টোকিওর প্রাচীন শহর আছারছাতে (Asakusa) অবস্থিত, অসংখ্য জাপানী পুরুষ ও মহিলা তাদের ভক্তি অর্ঘ্য পেশ করছে বৌদ্ধ মূর্তির সামনে। প্রচুর জাপানী মুদ্রা ইয়েন জমা হচ্ছে মূর্তির সামনে রক্ষিত ভাণ্ডারে। মনের আবেগ, নিজের বিশ্বাস যখন মিলিত হয় তখন মানুষ কি না করতে পারে? পাথরের মূর্তির সামনে নিজকে যারা পেশ করছে তাদের সত্যিকার বিশ্বাস যদি এক লা শরীক আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হতো তা হলে তারা ইহকালের এ উন্নতির সাথে সাথে পরকালীন স্থায়ী কল্যাণও পেতে পারতো। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জাপানী ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করায় বলল, সে বিশ্বাস করে বৌদ্ধকে দেবতা হিসেবে। " I belive in God, Buddha is our God " যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, বুদ্ধ তোমার

God কিন্তু বৌদ্ধতো কপিলাবস্তুর (ভারতের) একজন রাজপুত্রও ছিল। তিনি দেবতা হতে পারেন কিন্তু তিনি কি তোমার স্রষ্টা (Creator)?, তখন ছাত্রটি সঠিক উত্তর দিতে পারল না। বোধ বিশ্বাসের সাথে ঐশী জ্ঞান যোগ না হলে কি পরিণতি হয় তা আমি সে সরল প্রাণ জাপানী ছাত্রের মুখায়বে যেন দেখলাম।

বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ

এরপরে দেখলাম Cleaning Building. শহরের সকল আবর্জনা পোড়ায় সেখানে। কিন্তু বায়ু দূষণ নেই। সুন্দর উচু চিমনী, সর্বোচ্চ দালানের মত। এটা সত্যিই শহরকে সুন্দরই করেছে, আবর্জনার ছোঁয়াছ থেকে নাগরিকদেরকে মুক্তি দিয়েছে। আমাদের পৌর কর্তৃপক্ষ সরকারি খরচে ব্যাপক বিদেশ সফর করেন। মহানগরীর আবর্জনার দুর্বিসহ জীবন থেকে তারা আমাদের রেহাই দেয়ার জন্য কি কল্যাণকর কিছু করার চিন্তা করতে পারেন না? এরপরে স্পেসাল বুলেট ট্রেন দেখলাম। স্থানীয়ভাবে এ ট্রেনগুলোকে বলা হয় চালকবিহীন ট্রেন (Shin Kanchen), কমপিউটার নিয়ন্ত্রিত, দ্রুতগামী, টিকেট চেকারবিহীন, খুবই সুন্দর, রেলগাড়ী। এরপর গেলাম আর এক পার্কে- নাম Odaiba Park বিরাট এলাকাব্যাপী বিস্তৃত, অসংখ্য লোক বিশ্রাম নিচ্ছে গাছের ছায়ায়। অসংখ্য ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে বা পার্শ্বের এক জাপানীকে বলছে ফটো তুলতে সাহায্য করতে। হাসিমুখে ফটো তুলে দিচ্ছে। কিশোরী মেয়েরা উদোম নাচছে তার পরিণতি কি তা তারা বুঝছে না। পরে Fuji T.V. Building ও দেখলাম। আধুনিক স্থাপত্যের অনিন্দ সুন্দর নিদর্শন এ সকল স্থাপনা। এক সময় বইতে পড়েছি জাপানে বেশী বেশী ভূমিকম্পের কারণে জাপানীরা কাগজের ঘরে বাস করে। কিন্তু আজকে বিজ্ঞানের অভাবনীয় উন্নতিতে তারা ভূমিকম্পকে জয় করে বহুতলা বিল্ডিং তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। চলন্ত সিঁড়িও দ্রুতগামী লিফটে চড়ে চলতে শরীর কেঁপে উঠে। জাপানীদের পরিশ্রম প্রিয়তা, কাজের প্রতি নিষ্ঠা, সততা, সময়ের সদ্ব্যবহার তাদেরকে এ পথে এগিয়ে দিয়েছে। এখন সত্যিকার শান্তির জন্য তাদের প্রয়োজন মদ ছেড়ে জুস ধরবে, জুয়া ছেড়ে নামাজ পড়বে আর লিভ টুগেদার ছেড়ে পবিত্র বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ, দায়িত্বশীল জীবন যাপন করবে। কিন্তু কে আছে এদেরকে এ মহান কল্যাণের পথে আহবান জানাবে, শুধু বক্তৃতায় নয়, নিজ মনের মাধুরী মিশিয়ে দরদ দিয়ে, নিজ আচরণ দিয়ে তাদের মনকে জয় করতে মুসলমান, আমরাই পারি, যদি আমরা সত্যিকার মুসলমান হই।

সাথী ভাইয়েরা ফিরতি পথে অত্যাধুনিক ক্যামেরা, কর্ডলেস টেলিফোন, হাতঘড়ি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী হাদীয়া দেয়ার জন্য কিনলেন। মনোহরী দ্রব্যের উৎপাদনে জাপানীরা সত্যিই চমকপ্রদ শিল্পের কারিগর দুনিয়া জোড়া সুনামের অধিকারী তারা।

মিশন মসজিদ গ্রুপ আলোচনা

আজ ২ মে, সুন্দর সকাল। সূর্যের আলোকছটায় পরিবেশ আলোকিত। মিশন মসজিদ Group Discussion. বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা চলছে। আগামীকাল সফর শুরু, সবাই কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবিরে যোগ দিতে প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। নোয়াখালীর দীনিভাই মুহাম্মদ মুস্তফা এসেছেন কিছু কেনাকাটার জন্য Departmental Store-এ আমাদেরকে নিয়ে যাবেন। ভাইদের সে কি আগ্রহ, অনেক চেষ্টা করেও বারণ করা যায় না। যেন দেশের জন্য

কোন আত্নীয়-স্বজনের জন্য, কোন দীনি মুরুব্বীদের জন্য কেনাকাটা করা ও দিতে পারাটাই আনন্দ। দীনের ভালবাসাই মানুষকে এ রকম নিবেদিত প্রাণ, ত্যাগী মানসিকতা সৃষ্টি করতে পারে। আজ সন্ধ্যায় অনেক পুরানো দীনিভাই, ফেনী জেলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কাদরী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম আমিন আহমাদ খান সাহেবের জেষ্ঠ্য পুত্র জনাব শরীফুদ্দীনের সাথে পরিচয় হলো। তার সাথে দেশের পরিস্থিতি, দীনি আন্দোলনের বিষয়ে অনেক আলাপ হলো। তিনি প্রায় প্রতি সপ্তাহে বাংলাদেশে ফোনে যোগাযোগ করেন শুধু দেশের সার্বিক অবস্থা জানার জন্য, ইসলামী আন্দোলনের খবরাখবর নেয়ার জন্য। জাপানের ভিসা সমস্যার কারণে অনেকের মত তিনিও দীর্ঘদিন প্রবাসে, পরিবার-পরিজন থেকে দূরে। এ কারণে অনেককেই মানসিক যন্ত্রণায় দিন কাটাতে হয়। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি দেশে ফিরে এসেছেন।

মিনসুকু সাজানামীর শিক্ষা শিবির

আজ ৩ মে, সকালেই প্রায় শতাধিক ডেলিগেট ভাই ও বোনেরা মিশন কেন্দ্রীয় মসজিদে একত্রিত হয়েছেন। টোকিও থেকে প্রায় ২০০ মাইল দূরে সাজানো গুছানো উপশহর চিপকেনের তাতেয়ামা (Tateyama) পর্যটন কেন্দ্রে 'মিনসুকু সাজানামা' হলে পৌঁছানোর জন্য একত্র হয়েছে। বায়তুল আমান মসজিদ থেকে সকাল সাড়ে নয়টায় যাত্রা শুরু। প্রায় ৪ ঘন্টার সফরে রিজার্ভ বাসে আল্লাহর মেহেরবাণীতে নিরাপদে পৌঁছি। এ পথেই রয়েছে সাগরতলার সড়ঙ্গ পথ। এ পথটির নাম Aqua Line. দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথে পাড়ি দিয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছি। নিখুঁত স্টীলের সুড়ঙ্গের মজবুত ভীতের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ পথ চলে গিয়েছে। আলো ঝলমল উজ্জ্বল রাস্তা। বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় মানুষকে আল্লাহ কি শক্তি দিয়েছেন ভাবলে অবাক লাগে। অথচ এ দেখে মহান রাব্বুল আলামীনের কথা মনে করি না। শুধু বিজ্ঞানের অগ্রগতি মনে করে ভোগ করে যাচ্ছি, শিক্ষা হাসিল করছি না। যে সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এ পথ তৈরি করেছে, বিশালকায় যন্ত্রপাতি এখানে রাখা আছে তাও দেখলাম। মানুষ অজানাকে জেনেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করেছে, করেছে মানুষের অগ্রযাত্রাকে দ্রুতগামী সুগম ও মসৃণ।

বাদ যোহর যথানিয়মে প্রোগ্রাম সূচী অনযায়ী কালামে পাকের অর্থসহ তেলাওয়াতের মাধ্যমে শিক্ষাশিবিরের কার্যক্রম শুরু হলো। সুন্দর সাজানো গুছানো হল, পুরুষ মহিলাদের থাকার আলাদা ব্যবস্থা সম্বলিত বাসগৃহসহ ব্যবস্থাপনা ছিমছাম, বেশ পরিচ্ছন্ন মনে হলো। মিশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মোহতারাম ক্বারী ফারুক আহমদ উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন। তিনি সকল ডেলিগেট ভাই ও বোনদেরকে একটি ক্ষুদ্র ইসলামী সমাজের নমুনা পেশ করার লক্ষ্যে অপরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটা সুশৃঙ্খল জামায়াত হিসাবে তিনদিনের ক্যাম্প জীবনের নিয়ম-কানুন মেনে সুন্দরভাবে চলার আবেদন জানান।

তিনদিনের শিক্ষাশিবিরে ডেলিগেট ভাই ও বোনদের আদর্শিক মানোন্নয়ন, পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও চিত্তবিনোদনের সকল দিক লক্ষ্য রেখে প্রোগ্রাম চয়ন করা হয়েছে। মহান কালামে পাকের শিক্ষার আলোকে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে দরসে কুরআন, ওয়ার্কশপ, সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতা, কুরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা, হামদ ও নাত, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মন্ডিত পার্কে পরিভ্রমণ, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান ধরনের অনেক কিছুই কর্মসূচীতে শামিল করা হয়। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় মেহমানের 'প্রবাসী

কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্কের দাবী ও আমাদের অবস্থা' শীর্ষক আলোচ্য বিষয়ে প্রবাসে দীনিভাইদের আচার-আচরণ ও সম্পর্কের বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করেন। ছোট খাট মত পার্থক্য সত্ত্বেও পারস্পরিক সম্পর্ক যেন মধুর থাকে সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কোন কোন বিষয়ে মত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বৃহত্তর দীনি আন্দোলনের স্বার্থে আমাদেরকে সুন্দর ও আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। মেহমান ডেলিগেট ভাইদের ব্যক্তিগত, আদর্শিক ও দাওয়াতী তৎপরতার খোঁজ-খবর নেন।

শিক্ষা শিবিরের এক বেলা ছিল নিকটের সুবৃহৎ Manabo Park এ আনন্দ ভ্রমণ। বিরাট পার্ক সবুজের সমারোহ। এখানে Flower Garden এ হাজারো রকমের, জানা-অজানা, বিভিন্ন খোশবুদার ফুলের সমারোহ। এ যেন জাপানীদের ফুল পাতির বহি:প্রকাশ। আরো আছে Zoo (চিড়িয়াখানায়) নানা রংয়ের চেনা অচেনা পশুপাখীর সমাবেশ। খুব যত্নসহকারে পরিচর্যার মাধ্যমে এ সকল প্রাণীকে প্রতিপালন করা হয়, দেখলে তা বুঝা যায়। এ ছাড়া আছে বিশাল আকৃতির সুউচ্চ টাওয়ার। পুরো পার্কটি এক নজরে দেখার জন্য এ টাওয়ার নির্মাণ করা হয়েছে। নৈসর্গিক দৃশ্য অবলোকনের এ এক সুন্দর ব্যবস্থা। এখান থেকে সুদৃশ্য সাগরের নীল জলরাশি খুবই স্পষ্ট দেখা যায়, যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে সৌন্দর্য পিয়াসী আগন্তুককে।

শিক্ষা শিবিরের অভ্যন্তরে নির্মল আনন্দের এক ব্যবস্থা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। নাট্যভিনয়ে দিশারী শিল্পীগোষ্ঠীর উপস্থাপনা খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে, সবাই বেশ উপভোগ করেছে। প্রবাস জীবনের এ কাঠিন্যতার ভিতরও সাংস্কৃতিক আবহ সৃষ্টির এ ফল্গুধারা সবাইর চিত্তকে সতেজ ও সচেতন করেছে।

শেষ দিনে প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রীয় মেহমান ও মিশনের সভাপতি। 'দীনি আন্দোলন কেন করব' এ বিষয়ের উপর মিশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। বিদায়ী ভাষণে কেন্দ্রীয় মেহমান ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে আদর্শিক মানোন্নয়ন, ব্যাপক দাওয়াতী কাজ, পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য আনুষ্ঠানিক এবাদতের সাথে সাথে শেষ রাতে আল্লাহর দরবারে কাতরভাবে ধর্না দিয়ে নিজ, পরিবার, দেশ ও উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে মহান রাব্বুল আলামীনের সাহায্য চাওয়ার আহবান জানান। বাংলা ভাষী ভাই-বোনদের মাঝে দাওয়াতী কাজের সাথে সাথে নিজেদের আচার-আচরণ ও ব্যবহার দিয়ে জাপানী ভাইদেরকে দীনের দাওয়াত দেয়ার চেষ্টা চালানোর দিকেও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

আজ বাদ যোহর মিশনের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব খোরশেদ আলম জাহাঙ্গীরের নববধূর জাপানে পদার্পণ উপলক্ষে তিনি 'ওয়ালীমার' ব্যবস্থা করেন। বিদায়ী খাওয়াটা ওয়লীমায় রূপান্তরিত হওয়ায় তার আমেজই ছিল ভিন্নতর। তার শুভ বিবাহ হয়েছে বেশ আগে কিন্তু নববধু জাপানে পৌঁছার জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন। আজকে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে ষোলকলায় পূর্ণ হল তার আকাঙ্ক্ষার। সবাই প্রাণভরে নব দম্পতিকে দোয়া করলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাই টোকিওর উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলেন। পথিমধ্যে কেন্দ্রীয় মেহমানকে গাড়ী বদল করে দ্বিতীয় গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো, সারা পথেই বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যাপক প্রশ্ন করলেন দ্বিতীয় গাড়ীর ডেলিগেট ভাই ও বোনেরা। এ আলোচনার ভিতর দিয়ে প্রায় দীর্ঘ ৬ ঘন্টা পর আমরা বায়তুল আমান জামে মসজিদে আবার পৌঁছলাম। সবাই ৩ দিনের আন্তরিক পরিবেশ ও আনন্দঘন স্মৃতি রোমন্থন করে ব্যাথিত

হৃদয়ে বিদায় নিয়ে নিজ নিজ আবাসে ফেরৎ গেলেন। 'যেতে নাহি দিব তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।' এ অমোঘ বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে সবাই বিদায় নিল।

তাতেয়ামা (Tateyama) পর্যটন শহর, গ্রামীণ পরিবেশে কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সকল স্পর্শই পেয়েছে। পাকা রাস্তা, বিদুৎ, সুমিষ্ট স্বচ্ছ পানি সবই আছে। এমনকি যান্ত্রিক কৃষি ব্যবস্থার কল্যাণে সারিবদ্ধ ধানের ক্ষেতগুলো সজীব ও সুন্দর হয়ে উঠেছে। চাষাবাদ, ধান লাগানো, কাটাই, মাড়াই সবই যান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়েছে। পাকা রাস্তা সারাদেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে। অবশ্য কৃষিতে সাধারণত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদেরকে নিয়োজিত বেশী দেখা যায়। যুবক-যুবতী বেশীর ভাগই শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায়, কলে কারখানায় কাজে নিয়োজিত।

বিদায়ী বৈঠক

আজ ৬ মে, যে সকল ডেলিগেট ভাই মিশন কেন্দ্রীয় মসজিদে রয়ে গিয়েছেন তারা আজ সকালে নাস্তা সেরে ১০টার দিকে বিদায় নিবেন। তাদের সাতে আর একটা মতবিনিময় ও বিদায়ী বৈঠক হলো। বেশ কিছু ভাই তাদের আপনজনের ঠিকানা দিলেন যেন দেশে ফিরে তাদেরকে যোগাযোগ করা হয় এবং দীনি কাজে তৎপর করার চেষ্টা চালানো হয়। অবশ্য দেশে ফিরে প্রায় ২৫-৩০ পরিবারের সাথে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে। তাদের অনেকেই দেশে দীনি আন্দোলনের প্রথম কাতারের কর্মীও হয়েছেন।

আজ রাতে মিশনের সেক্রেটারী জেনারেল ভাই খোরশেদ আলম জাহাঙ্গীর ও তার নব পরিণীতা বেগম তাসলিমা আখতার তুলি মিশন সভাপতিসহ ৩/৪ জনকে নিজের নতুন বাসায় দাওয়াত দিলেন। যদিও তাদের 'ওয়ালীমায়' ভুরি ভোজন হলো তবুও নব দম্পত্তির আবদারে তাদের নিজ পরিবেশে, নিজ আবাসে, নিজ হাতের পাকানো খাওয়ার আবদার উপেক্ষা করা গেল না। পারিবারিক আন্তরিক পরিবেশে বাংলাদেশী ও জাপানী পদ্ধতির সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশিত হলো। অনেক রাতে সবাই বিদায় নিয়ে আস্তানায় ফিরে এলাম।

ইয়াকোহামা সিটি

আজ ৭ মে সোমবার। আবহাওয়া বেশ সুন্দর। ফুরফুরে বাতাস। আজ ইয়োকোহামা সিটিতে অবস্থিত জাপানের সর্বোচ্চ স্থাপনা অনিন্দ সুন্দর শিল্পসুষমামন্ডিত 'ল্যান্ডমার্ক টাওয়ার' দেখতে গেলাম। এটা সাকুরাগী চো রেলস্টেশন থেকে ৫ মিনিটের হাঁটার দূরত্বে অবস্থিত। ৬৯ তলা বিরাট আকাশচুম্বী দালান। ঘুরে ঘুরে দেখলাম। বিভিন্ন তলায় দোকানপাট, ডকইয়ার্ড গার্ডেন, অফিস, সপিংমল, বার, একেবারে Top floor এ আছে Sky garden সুসজ্জিত রেস্তোঁরা। এ সুউচ্চ দালানটি মনে করিয়ে দেয় ভূমিকম্পের দেশ জাপান আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে এ স্থাপনা তৈরি করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। এটা ১৯৯৩ সালে ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এর উচ্চতা ২৯৬ মিটার। এর Basement এ ৪টি floor. উপরে উঠতে যে লিফট ব্যবহৃত হয় তা পৃথিবীর সব চেয়ে দ্রুতগতি সম্পন্ন বলে জানা গেছে।

এরপরে Sea Paradise নামক পার্কে গেলাম। এখানেই Wonder Amusement Zone. বিভিন্ন ধরনের শিশু-কিশোরদের Amusing Park আছে। Spining Coaster, দ্রুতগামী Special train 60 case seat circle (অনেকটা আমাদের দেশের নাগর দোলার মত) এ ছাড়াও Speed Boat ও আরো অনেক উপকরণ আছে চিত্ত বিনোদনের। শিশু-কিশোরদের মনের মত করে পার্কগুলোকে সাজানো হয়েছে। প্রায় পার্কেই উদাম নাচের আসরও চলে যা চিত্তবিনোদনের নামে নৈতিক উচ্ছৃংখলতার দিকেই নিয়ে যায়।

সৌদী রাষ্ট্রদূতের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে

আজ সন্ধ্যায় সৌদী রাষ্ট্রদূতের এক বিরাট সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের দাওয়াতে যোগ দিলাম। সৌদী সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত 'এরাবিক লার্নিং ইনস্টিটিউটের' উদ্যোগে বিখ্যাত 'হোটেল ওতাইবাতে' এ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে জাপানে নিযুক্ত সৌদী রাষ্ট্রদূত, সুদানের রাষ্ট্রদূত ড. ওমার, ইসলামিক সেন্টারের চেয়ারম্যান ড. সালেহ আল সামুরাই, ইসলামিক ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জনাব এ আর সিদ্দিকী ও জনাব রইস সিদ্দিকী, জাপানী মুসলিম এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যানসহ অনেক বিদগ্ধ জ্ঞানীগুণীর সাক্ষাত হলো। তাদের প্রত্যেককে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের ইংরেজি বুলেটিন সৌজন্য সংখ্যা হিসেবে দিলাম। এদের অনেকেই অধ্যাপক গোলাম আযমকে ব্যক্তিগতভাবে চিনেন, তার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। বুলেটিনে অগণতান্ত্রিক সরকারের জুলুমের বিষয় জানতে পেরে খুবই উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। বাংলাদেশে ইকামতে দীনের প্রতিকূল পরিবেশে বিশেষ করে সরকারি জুলুম সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে জামায়াতের ভূমিকায় খুবই সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

দীনি ভাইদের সাক্ষাতকার প্রোগ্রাম

আজ ৮ মে। বেশ কিছু দীনি ভাইয়ের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে। অনেকের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, দীনি কাজের সমস্যা ও জাপানে দাওয়াতে দীনের কাজের বিষয় বিস্তারিত আলাপ করলেন ও প্রস্তাবাদি দিলেন, বিশেষ করে বাংলাদেশে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য জোর দিলেন।

আজ রাতে ভাই আব্দুর রহীমের বাসায় মিশনের কয়েকজনসহ আমাদেরকে দাওয়াত দিলেন। তারই বেগম মিসেস হালীমা রহীম চাঁদনী মিশনের মহিলা বিভাগীয় সভানেত্রী। উভয়ে বেশ আন্তরিকতার সাথে মেহমানদারী করলেন। দীনের দাওয়াতী কাজ সম্প্রসারণে বিশেষ করে মহিলাদের মধ্যে কাজ বিস্তৃতির জন্য তাদেরকে বেশ আগ্রহী পেলাম । মহিলাদের মধ্যে বিশেষ করে জাপানী মহিলাদেরকেও দাওয়াত দানের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনার কথা জানা গেল।

টোকিওর সার্কেল ট্রেনে ভ্রমণ

আজ ৯ মে সকাল থেকে বেশ কিছু ভাইয়ের সাথে সময় দেয়া হলো। জনাব আব্দুল লতিফ (নারায়ণগঞ্জ সোনার গাঁয়ের বাসিন্দা) সহ কয়েকজন ভাই উপস্থিত ছিলেন। বিকেলে টোকিওর সার্কেল ট্রেনে ভ্রমণের ব্যবস্থা হলো।

শহরের বিরাট এলাকা এর আওতায় পরিভ্রমণ করা যায়। রেলের সার্বিক ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নতমানের। সকল রেল স্টেশন টিকেট ব্যবস্থাপনা coin Box-এর মাধ্যমে হয়। সকল স্টেশনে নাম, Guidance দেয়া আছে, কোন ট্রেন কোন দিকে যাচ্ছে। প্রত্যেক স্টেশনে জাপানী ভাষার সাথে ইংরেজি ভাষাও লেখা আছে। সারা এলাকায় বেশীর ভাগ সাইনবোর্ড, জিনিসপত্রের প্রচার, সকল ক্ষেত্রেই একচেটিয়া জাপানী ভাষার বিস্তৃতি। শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে সারাবিশ্বের লোকের যাতায়াত যেহেতু হবে তাই জাপানী ভাষার পাশে অবশ্যই ইংরেজি ভাষার ব্যবহার খুবই প্রয়োজন। মনে হয় খুব বেশী রক্ষণশীল হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে অন্তর্মুখী প্রবণতা বেশী। জাপানীদেরকে বুঝা উচিত পৃথিবীতে প্রভাবশালী হতে হলে সকলকে উদারভাবে গ্রহণ করার মত Broadness থাকতে হবে। তাদের সার্বিক তৎপরতায়, আচার-আচরণে এর অভাব বেশ পরিলক্ষিত হয়। আমাদের মত প্রবাসীরা এ সমস্যা হাড়ে হাড়ে টের পায়। এর পরিণতি এই হচ্ছে বিদেশী ভাষা বিশেষ করে ইংরেজির চর্চা কম হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পর্যন্ত Simple English ও বুঝতে বা বলতে কষ্ট হয়। আন্তর্জাতিক ভাষা হিসাবে ইংরেজিকে গুরুত্ব দিতেই হবে।

রেল ব্যবস্থা সার্বিকভাবে উন্নত এবং মানুষের চাহিদা মিটাতে সক্ষম। এমন অনেক ট্রেন আছে যা দূর পাল্লার যাত্রী বহন করে। স্থানীয়ভাবে এর নাম সিনকানসেন (Shinkiansen) দ্রুততম Shinkiansen ট্রেনটির নাম Nozomi এটি প্রায় ঘন্টায় ৩০০ মাইল, Hikari প্রায় ২০০ মাইল ও Kodams প্রায় ১৫০ মাইল বেগে চলে।

সাধারণভাবে যে সকল ট্রেন সকল স্টেশনে থামে সেটাও আমাদের দেশের Mixed train এরম ত অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্টেশনে পড়ে থেকে যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়ায় না। যে কোন ট্রেন ২/৩ মিনিট থেমে, ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যথাসময়ে ছাড়ে- Just time no complain. যাত্রীদের যাতায়াতের ব্যাপারে বিড়ম্বনা নেই। পথ চলতে আমাদের দেশে যে অনিশ্চয়তা, টেনশন কিছু নেই। সারাদেশে যাতায়াত ব্যবস্থার নেটওয়ার্ক বিস্তৃতি লাভ করেছে, সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারেও প্রশংসার যোগ্য। আমাদের দেশে যা অকল্পনীয়। আমাদের নেতৃবৃন্দ জনগণের ভোগান্তি লাঘবের জন্য এ সকল ব্যবস্থাপনা থেকে কি কোন শিক্ষা, অনুপ্রেরণা লাভ করতে পারেন না?

বিভিন্ন জায়গায় চলার পথে পথিকদের জন্য একটা সহজলভ্য ব্যবস্থা আছে। এগুলোকে বলে জিদো হামবাইকি। রাস্তার ধারে আলমারীর মত বাক্সে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিশেষ করে কোমল পানীয় পাওয়া যায়। কোন বিক্রেতা নেই, প্রয়োজনীয় জিনিস পেতে কয়েন বক্সে মুদ্রা ঢুকিয়ে সুইচ টিপলে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য বের হয়ে আসবে, সাথে মুদ্র যদি বেশি হয়, বাকীটা বের হয়ে আসবে। জনগণের প্রয়োজনকে এভাবে সামনে রেখে সমাধান করা একটা কল্যাণ রাষ্ট্রেই সম্ভব। আজ রাতে ভারত প্রবাসী মি. মতি বায়তুল আমান কেন্দ্রীয় মসজিদে অনেক প্রবাসী ভাইদের উপস্থিতিতে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হন। তার এ মুসলিম হওয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় মেহমান।

উয়েনো পার্ক (Ueno Park)

আজ ১০ মে, সকাল ১০টায় জাপানের অন্যতম বৃহৎ পার্ক Ueno Park দেখতে গেলাম। আমাদের দেশের সিলেটে হযরত শাহজালালের মাজারের কবুতরের মত অসংখ্য কবুতর ঘুরাফিরা করছে। খাদ্যদ্রব্য বিশেষ করে গম, ভুট্টা দিলে একেবারে হাতের মুঠোয় এসে ধরা দেয়, গায়ে মাথায় বসে। আর এ সুযোগে দর্শনার্থীরা ক্যামেরা বন্দী করে রাখে এ সুন্দর স্মৃতিকে। এলাকার পার্শ্ববর্তী স্কুলে যখন ছুটি হয় তখন ফুটফুটে জাপানী শিশু ও কিশোর বিপুল সংখ্যায় পার্কে এসে শ্রেণী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বেশ সুন্দরভাবেই তারা তাদের নাস্তা ও বিশ্রাম সেরে নেয়। এ নিষ্পাপ শিশুরাই একদিন তাদের মা-বাপের কারণে সঠিক পথ হারিয়ে শুধু বৈষয়িক লাভালাভে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইসলামের বাণী, সকল মানব শিশু ইসলামের শ্বাশত জীবন বিধানের উপর জন্মায়, পরে তার পিতা-মাতাইতাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বানায়।

পার্কের এক অংশে বিরাট মিউজিয়াম, অনেক শিল্পকর্মের সংগ্রহ আছে যার অধিকাংশই অর্ধ উলঙ্গ পুরুষ-মহিলার মূর্তি। আর্ট বা শিল্পের নামে মানুষকে এ মূর্তি সংস্কৃতি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আমাদের দেশে জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংশ মুসলিম, এখানকার শাসক গোষ্ঠী ভাস্কর্যের নামে মূর্তির যে ব্যাপক প্রচলন করছে তাতে জাপানীদের ব্যাপারে বেশী বলা যায় না। তারা তো এক আল্লাহর প্রদত্ত হেদায়েতের আলো পায়ই নি।

যারা আল্লাহর গোলামী করে না তারা আসলে নিজ প্রবৃত্তি, ইবলিস, অন্য মানুষের এমনকি নিজ হাতে তৈরি নিষ্প্রাণ মূর্তির পর্যন্ত গোলামী করে। অথচ আল্লাহ তাদেরকে সকল গোলামী থেকে মুক্ত করে স্বাধীন সত্ত্বা হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য শুধু স্রষ্টার নির্দেশ মানার জন্য তার গোলামী করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টা যেহেতু তিনি, মানতে তো হবে তারই নির্দেশ, অন্যের নির্দেশ মানা সুস্পষ্ট জুলুম, সীমালংঘণ, অন্যায়। যে নৌকা এক মাঝির গোলামী স্বীকার করতে রাজী হয় না, উহা সাগরের প্রতি ঢেউয়ের গোলাম। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে মনিব রেখেছে তাদের প্রভুত্ব তাদের দাসদের সমর্থন ছাড়া চলে না। শ্রমিকের হাঁড় ভাঙ্গা খাটুনী ছাড়া মালিকের পেট চলে না, বাদশাহর বাদশাহী প্রজাদের সমর্থন ছাড়া চলে না, চাষীর খেদমত ছাড়া ভূস্বামীর দাপট টিকে না, পূজারীর সেবা ছাড়া দেবতার লীলা চলে না। কিন্তু মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার প্রভূত্ব কারো মানা না মানার উপর নির্ভর করে না, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নয় বরং সবাই জীবনে মরণে তারই মুখাপেক্ষী তিনিই সকলের রিযিকদাতা। এ সত্যকে কারা তুলে ধরবে, যারা এর প্রতি বিশ্বাসী তারাই তো।

জাপানে আঠার বছর বয়সে ছেলেমেয়েরা স্বাধীন। তখন জীবনকে কানায় কানায় ভোগ করতে গিয়ে দৈহিক সুখ কিছু পেলেও মানসিক শান্তির নাগাল পায় না, তাদের সাথে মিশলে গভীরভাবে তা উপলব্ধি করা যায়। বাহ্যিক সুখের আড়ালে কি মর্ম জ্বালায় ভুগছে তাদের জীবনাচার নাটক, সিনেমার উপস্থাপনায় তা টের পাওয়া যায়। একদিন একটা জাপানী নাটকে একজন মহিলা তার জীবনে তথাকথিত স্বাধীনতার কথা, Free Societyর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন সারা জীবনে কারো বন্ধন স্বীকার করিনি, Live together করেছি, কমপক্ষে ২৫ জন পুরুষের সঙ্গ পেয়েছি কিন্তু কপালে সুখ জোটেনি। উপস্থাপক কপালে হাত দিয়ে মন্তব্য করেছে আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আজ রাতে সবাই ব্যস্ত। আগামীকাল কেন্দ্রীয় মেহমানকে বিদায় দিতে হবে। বিশেষ করে সম্মানিত ভাই সর্বজনাব আহসান আল বাশার, নূরুল ইসলাম, মামুনুর রশীদ ও আনিসুর রহমান জিনিসপত্র গুটাতে বেশ সহযোগিতা করলেন। সকলের সে কি আগ্রহ মেহমানকে, দেশে বিভিন্ন ভাই ও বোনকে হাদীয়া দিতে সবাই পেরেশান। আল্লাহর মেহেরবাণী, ভাই আহসান আল বাশারের সার্বিক সহযোগিতায় সকল জিনিস গুটানো সহজ হলো। ছোট্ট একটা হাদীয়া বোন তাসলীমা আকতার তুলির ফুলের টব। খুবই সুন্দর কিন্তু রাখতে হবে খুব যত্নসহকারে। ওটাকে তো আর বাক্সবন্দী করা যাবে না। অনেক যত্ন মেহনত করেই ওটাকে দেশে আনা হলো। বৈঠকখানায় রাখা হলো। যখনই চোখ পড়ে ও দম্পত্তির আন্তরিকতার কথা মনে পড়ে, দোয়া করি আল্লাহ যেন তাদের সবাইকে এ ভালবাসার প্রতিদান দুনিয়া ও আখেরাতে দিন।

বিদায়

আজ ১১ মে জুমাবার। সবাই এসেছে, মেহমানকে বিদায় দিতে। দীর্ঘ দু'সপ্তাহের কাজকর্ম, তৎপরতার স্মৃতিকে সামনে রেখে সবাই একে একে বিদায় হলো। বিদায়ের অব্যক্ত বেদনা, 'যেতে নাহি দিব, তবু চলে যায়, তবু যেতে দিতে হয়।' সফরের সামান, ভাইদের হাদীয়া সবকিছু নিয়ে আহসান আল বাশার ভাইয়ের সাথে রেল স্টেশনে এলাম। পরবর্তী স্টেশনে ভাই আনিসুর রহমান এলেন। তিনিই আমাকে 'নারিতা' বিমানবন্দর পর্যন্ত এসে বিদায় দিলেন। কর্মতৎপর যুবক ভাই আনিস কম সময়ে অন্তরঙ্গ পরিবেশ গড়ে তুললেন, বেশ মেহমানদারী করলেন। তার খুব আগ্রহ ঢাকায় বসবাসরত তার ভাই-বোনদেরসহ সকলকে দীনি আন্দোলনে এগিয়ে নিতে তার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার কথা জানালেন। সবার ঠিকানাও দিলেন। অবশ্য সে অনুযায়ী ঢাকায় এসে যোগাযোগ করে তাকে যখন জাপানে জানানো হল, সে কি আনন্দ তার যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

ফিরতি যাত্রা : জাপান হতে দেশে

জাপানের সময় সকাল ৮টায় বিমান ছাড়ল। ব্যাংককে যাত্রাবিরতি করে সন্ধ্যা ৬.৩০টায় আল্লাহর অশেষ মেহেরবাণীতে ঢাকা পৌঁছলাম। জামায়াতের কেন্দ্রীয় অফিসের ও বাসার লোকজন বিমানবন্দরে এলেন। নিরাপদে বাসায় পৌঁছলাম। পৌঁছে জানলাম ইসলামিক মিশন জাপানের সভাপতি কারী ফারুক আহমদ ও নারিতায় বিদায়ী ভাই আনিসুর রহমান ফোনে খবর নিলেন, আমি নিরাপদে পৌঁছেছি কিনা।

আমাদের প্রবাসী ভাইদের মধ্যে অনেকেই তাদের ঢাকায় অবস্থানরত আপনজনদের ঠিকানা দিয়েছেন, যোগাযোগ করতে, দীনি আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে, আল্লাহর দীনের পথে এগিয়ে নিতে। বিভিন্ন ব্যস্ততার ভিতরও সর্বজনাব কারী ফারুক আহমদ, মোহাম্মদ আহসান আল বাশার, মাওলানা আমজাদ হোসাইন আজাদ, মো. খোরশেদ আলম জাহাঙ্গীর ও তাসলীমা আখতার তুলি, মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ সিদ্দিকী ও মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন পিন্টু, মো. আব্দুর রহীম ও মিসেস হালীমা রহীম চাঁদনী, খুরশীদ আলম, শরীফুদ্দীন, নূরুল ইসলাম, রহীমুল্লাহ, মোস্তফা কামাল ও মিসেস সালমা কামাল, জহুরুল ইসলাম দুলাল, শাহজাহান কবির সাজু ও আনিসুর রহমানসহ অনেক ভাই ও বোনের

পরিবারের সাথে যোগাযোগ হয়েছে, মত বিনিময় হয়েছে। এদের অনেকেই ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িত, এখন আরো অগ্রসর হবে। বাকী অন্যদের পরিবার, ভাই ও বোনদের সাথে যোগাযোগ হচ্ছে আশা করি দীনি আন্দোলনে তাদেরকে অগ্রসর করানো যাবে। এ সকল যোগাযোগের খবর প্রবাসী ভাইদেরকে জানানো হয়েছে, এতে তারা খুবই খুশী হয়েছে। প্রবাসী ভাইদের প্রতি অনেকের পরিবারের আকুল আবেদন আর প্রবাস জীবন যেন দীর্ঘ না হয়, এবার যেন হয় ঘরে ফিরার পালা, পরিবারের সদস্যদের কাছে থেকে সহযোগিতার পালা। আমাদের এক ছোট্ট ভাতিজী তো আমাকে বললেন, চাচাজান আমাদের টাকা পয়সার আর প্রয়োজন নেই, আমার আব্বু যেন দেশে চলে আসেন, আমি বর্তমানে ৪র্থ শ্রেণীতে পড়ি, আমার আব্বুকে আমি কোন দিন দেখিনি। তার অর্থ তার বয়স এখন প্রায় ৯ বছর। তার পিতা এ দীর্ঘ সময় দেশে আসেননি। প্রবাসী ভাইয়েরা কম বেশী এ আবেগের সাথে পরিচিত। অনেনকে পরিবেশ, পরিস্থিতি, দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা, অর্থনৈতিক সঙ্কট বাধ্য করছে এ কঠিন সময় অতিবাহিত করতে। তবুও মাতৃভূমির, জন্মস্থানের একটা আলাদা হক আছে, দায়িত্ব আছে, আমরা তো নিজে পরিকল্পনা করে এখানে জন্মায়নি, আল্লাহই ফায়সালা করেছেন এখানে জন্মানোর। তাই দেশে ইসলামী আন্দোলনের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার এরাদা মনে রেখে প্রবাস জীবনকে আর প্রলম্বিত না করে দেশে আসার চিন্তা করা দরকার। অবশ্য বাস্তব অসুবিধাভোগী ব্যতিক্রম ছাড়া। এ ছাড়া এমন ভাইও আছেন দীর্ঘ প্রবাসের কারণে সংসার জীবন শুরু করতে পারছেন না, অথবা ফোনে বিয়ে শাদী হয়েছে তাদেরকে অবশ্যই দেশে আসার সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

আমাদের আয় রোজগারের সাথে সাথে পরিবারের প্রতি, দেশের প্রতিও দায়িত্ব আছে। সকল বিষয় সামনে রেখে সকল ভাইয়েরা নিজ নিজ ভূমিকা নির্ধারণ করবেন এ আশা রাখি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তার সন্তুষ্টি সামনে রেখে যাবতীয় কাজ সম্পাদনের তৌফিক দিন।

জাপানে ইসলাম : কিছু তথ্য

জাপান সুপ্রাচীন সভ্যতার একটি দেশ। খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় ৫০০ অব্দে ইয়ামতো রাজবংশের গোড়াপত্তন হয়। আনুমানিক ২০০ খ্রিষ্টাব্দে এ রাজ বংশের শাসকগণ জাপানকে ঐক্যবদ্ধ করেন। দেশটির বর্তমান শাসকগণ ঐ রাজবংশেরই বংশধর।

তবে ১৮৭১ সালে জাপানে পাশ্চাত্য সমাজের অনুকরণে ব্যাপক আধুনিকিকরণ শুরু হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপান মিত্রশক্তির কাছে পরাজিত হয় এবং দুটি শিল্পসমৃদ্ধ শহর হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মার্কিন ‘লিটলবয়’ ও ‘ফ্যাটম্যান’ নামক দুই আনবিক বোমায় ভয়াবহ ধ্বংসলীলা সাধিত হয়। যা পাশ্চাত্যের তথাকথিত মানবাধিকারের দাবীদারদের নির্লজ্জ ও কুৎসিত চেহারাই পরিলক্ষিত হয়।

১৯৫১ সালে সান ফ্রান্সিসকোতে জাপান ও ৪৮ টি দেশের প্রতিনিধির সমন্বয়ে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

এ চুক্তি অনুযায়ী জাপানে মার্কিন সৈন্র মোতায়েন করা হয়। ১৯৫২ সাল থেকে জাপানে মার্কিন নিরাপত্তা চুক্তি কার্যকর হয়। ফলে জাপানের সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা পরাজিত হওয়ার পর তারা তাদের কাজ, পরিশ্রম আর কারিগরি উৎকর্ষতার মাধ্যমে অনেক দূর এগিয়ে যায়, এমনকি বিশ্বের ৮টি শিল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক সংস্থা G-৮ এর অন্তর্ভূক্ত হয়। অর্থনৈতিকভাবে জাপান প্রথম সারির দেশ বলে আজ বিশ্বের দরবারে বিবেচিত। দেশটির আয়তন ৩,৭৭,৭৬৫ বর্গ কি.মি.। রাজধানী টোকিও। ভাষা জাপানী। লোক সংখ্যা ১২ কোটি ৯০ লাখ। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ৫ লাখ। ধর্ম শিন্টোবাদ ও বৌদ্ধ। মাথা পিছু জিডিপি ২৪,০৭০ ডলার। সরকার শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। জাপানের মৌলিক ধর্ম হলো শিন্টোইজম। জাপানী ভাষায় আল কুরআনের অনুবাদক মরহুম ওমর মিতা বর্ননা করেন, শিন্টোধর্ম ইসলামী আক্বীদা বিশ্বাসের খুব কাছাকাছি একটি ধর্ম। এ ধর্মের উপাসনালয়ে কোন মূর্তি নেই।

কয়েক শতাব্দীকাল পূর্বে জাপান ছিল নিজের ভিতর অবগুণ্ঠিত একটি দেশ। বর্হিবিশ্বের সাথে তার তেমন কোন সম্পর্ক ছিল না। হয়তো এটাই জাপানে ইসলাম দেরীতে পৌছার অন্যতম কারণ। অথচ তার পার্শ্ববর্তী বৌদ্ধ প্রধান দেশ চীনে অনেক পূর্বেই ইসলাম পৌঁছেছে। গত দু শতাব্দীর মধ্যে বর্হিবিশ্বের সাথে জাপানের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এতে জাপান বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সফলতা লাভ করে। এমনকি শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপান শীর্ষস্থান দখল করে আছে। উন্নতির পরিধি বিস্তৃতির জন্য জাপান বিভিন্ন দেশে তাদের পণ্য সামগ্রী বাজারজাত করে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দেশে তাদের সৈন্য পাঠায়। তারা ইন্দোচীন (মায়ানমার, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, লাওস) ফিলিপাই, ইন্দোনেশিয়া, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় জাপানী সৈন্যদের সাথে এসব অঞ্চলের মুসলমানদের পরিচয় ঘটে এবং তারা ইসলাম সম্পর্কে অবগত হয়। এ সমস্ত সৈন্যরা ছিল জাপানের লোকদের ইসলাম গ্রহণের প্রধান উৎস। যুদ্ধ শেষ হলে সৈন্যরা দেশের ফিরে আসে। তাদের মধ্যে এমন কিছু সৈন্য ছিল যারা অধিকৃত দেশে মুসলিম অধিবাসীদের হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। এভাবেই ছিল জাপানে ইসলাম আগমনের সূচনা। অত:পর তারা তাদের প্রতিবেশী দেশ চীনের মুসলিম অধিবাসীদের কাছ থেকে ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করে। তারা চীনা পুস্তকাদি এবং বিভিন্ন ইউরোপীয়ানদের লিখিত বই অধ্যয়ন করে ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সাথে জাপানের সম্পর্ক স্থাপন ও মুসলমানদের আগমন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরপরই জাপান ইস্তাম্বুলে তাদের একটি দূতাবাস খোলে। এরপর তারা ইসলামী দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য জেদ্দায় একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। ১৩২৬ হিজরীতে টোকিওতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে একটি সম্মেলন হয়। এতে ইসলামী দেশসমূহের অনেক মুসলিম প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে এবং তারা উপস্থিত সুধীদের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য, কৃষ্টি-কালচার ও উদারনীতি তুলে ধরেন।

১৯০৪-০৫ সালে জাপান-রাশিয়া যুদ্ধকালীণ সময়ে ইসলামী বিশ্বের সাথে জাপানের সম্পর্ক আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। এ সময় রাশিয়ান কিছু মুসলমান জাপানে প্রবেশ করে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্দুর রশীদ ইব্রাহীম। তিনি তাতারিস্থানে ইসলামী বিপ্লবের উত্থান ঘটানোর অভিযোগে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হন। তিনি ছিলেন জাপানী জেনারেল উকাশীর বন্ধু। ফলে উকাশী ১৩২৭ হিজরী সালে তাকে জাপানে প্রবেশ করতে সুযোগ করে দেয়।

আব্দুর রশীদ ছিলেন একজন তৎপর ইসলামী দা'য়ী। তার হাতে অনেক জাপানী ইসলাম গ্রহণ করে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কুনারু এবং ইয়াউকা। তারা উভয়ে একসাথে ১৩২৭ হিজরীতে হজ্ব আদায় করেন। আব্দুর রশীদ ১৩৬৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের সাথে মুসলমানদের যোগাযোগও বৃদ্ধি পায়। ১৩৪২ হিজরীতে মুসলিম অধ্যুষিত তুর্কিস্থানে মার্কস বাদীদের হাতে বিতাড়িত হয়ে এক মুসলিম শরণার্থী জাপানে আশ্রয় নেয়। তার নাম ছিল মুহাম্মদ আব্দুল হাই কুরবান। আব্দুল হাইয়ের পরপর তুর্কিস্থানের আরো ছয়'শ মুসলমান জাপানে আশ্রয় নেয়। আর এটাই ছিল জাপানে কোন মুসলিম জামাতের প্রথম আগমন। এই কারণে মধ্য এশিয়ার অনেক তুর্কি মুসলমান জাপানে বসবাস করতে দেখা যায়।

জাপানের প্রথম মুসলমান

ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সাথে জাপানের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর একবার জাপানের সমুদ্র বন্দরে একটি তুর্কি জাহাজ ভিড়ে। ১৩০৮ হিজরীতে এই জাহাজটি ফিরে যাওয়ার পথে ঘুর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বিধ্বস্ত হয়। এতে অধিকাংশ আরোহী মারা যায়। অত:পর জাপান সরকার নিজেদের জাহাজ পাঠিয়ে জীবিত লোকদের উদ্ধার করে ইস্তাম্বুলে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে। জাহাজে করে জাপানের তরুণ সাংবাদিক উশাতারুয়া মুদাও আসেন। জাহাজ ইস্তাম্বুলে পৌঁছলে তিনি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তার পরিচয় হয় ইংরেজ মুসলমান আব্দুল্লাহ গিয়ালামের সাথে। তাকে ইসলামের সাথে পরিচয় করে দিলে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হয়ে ইসলামী নাম রাখেন আব্দুল হাদী মুদা। এই তরুণ সাংবাদিক জাপানের প্রথম উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান।

প্রথম কুরআন অনুবাদক

আহমদ আরিজা একজন জাপানী ব্যবসায়ী। ব্যবসার উদ্দেশ্যে তিনি একদিন ভারতের মুম্বাই সফর করেন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং একজন বড় ইসলাম প্রচারক হয়ে জাপানে ফিরে আসেন। পরবর্তীতে তিনিই ১৩৩৯ হিজরীতে প্রথম জাপানী ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা করেন। এরপর ১৩৯৩ হিজরীতে আরো পরিমার্জিত হয়ে কুরআনের অনুবাদ বের হয়। তবে আলহাজ বোয়ুশ মিতা কৃত অনুবাদই সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য। আর জাপানী লেখক ড. শোমুই ওকা ওয়া কর্তৃক অনুদিত কুরআন শরীফ জাপানে ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে।

জাপানে ইসলামী তৎপরতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানের জোরেশোরে ইসলামের প্রচার প্রসার হতে লাগল। কারণ কিছু কিছু জাপানী সৈন্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিশ দেশে উপনিবেশকালীন সময়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এরা পরবর্তীতে দেশে ফিরে এসে ইসলাম প্রচার করতে থাকে। এছাড়া ভারত, পাকিস্তান আরব ও তুরস্কের মুসলিম ছাত্ররা টোকিও পৌঁছে এবং ১৯৬১ সালে সর্বপ্রথম জাপানে মুসলিম ছাত্রদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। দীনের তাবলীগের ক্ষেত্রে জাপানীদের ব্যক্তিগত প্রয়াসও উল্লেখযোগ্য। জাপান নাগরিকদের একজন পিকিং শহরে অবস্থানকালীন সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তার নাম আলহাজ উমর মায়তা। সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জাপানে ফিরে আসে। আবার কিছুকাল পর তিনি পাকিস্তান যান , অত:পরম মক্কায় গমন করেন। সেখানে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করেন। মক্কা থেকে ফিরে এসে তিনি দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৩৮০ হিজরীতে একটি ইসলামী সংস্থাপ্রতিষ্ঠা করেন। পরে কমিউনিস্টরা চীনের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলে অনেক মুসলমান চীন থেকে জাপানে হিজরত করে। এরপর ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে জাপানীদের ব্যক্তিগত চেষ্টা অনেক বদ্ধি পায়। সেখানে এমন অনেক মুসলমান রয়েছে যারা নিষ্ঠার সাথে দাওয়াতের গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন। এ সমস্ত দায়ীদের মধ্যে অধিক তৎপর যিনি তিনি হলেন ডাক্তার শওকী ফুতাকী। তার হাতে প্রায় দশ হাজার লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সেখানকার ইসলামী কল্যাণ সংস্থার সহায়তায় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

শায়খ মুহাম্মদ আব্দুল হাই (পূর্বোল্লেখিত) ১৩৫৭ হিজরীতে টোকিওতে প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। এর কয়েক বছর যেতে না যেতেই রুশীয়রা তাকে বন্দী করে এবং সাইবেরিয়াতে নির্বাসন দেয়। তিনি সেখানে অবস্থান করতে থাকেন এবং সেখানেই ১৩৮৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ১৩৮৬ হিজরীতে সালেশুকু দ্বীপে প্রথম ইসলামিক সেন্টার খোলা হয় এবং বিভিন্ন মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

১৩৯১ হিজরীতে সৌদি বাদশাহ ফয়সাল ইবনে আব্দুল আজিজ জাপান সফর করে এবং প্রতিনিধি দল পাঠাতে শুরু করেন। ১৪০০ হিজরীতে সৌদি বাদশাহ খালিদ ইবনে আব্দুল আজিজ একটি বিশাল ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জমি দান করেন। পরবর্তী সময়ে এই সেন্টারটি একটি বিশাল ইসলামী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে।

১৩৯৭ হিজরীতে পুন:নির্মাণের লক্ষ্যে টোকিওর মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়। কিছু সমস্যার কারণে এটা বিলম্বে নির্মিত হয় অর্থাৎ ১৪২০ হিজরী পর্যন্ত এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭ -এ।

বর্তমানে উক্ত ইসলামী সেন্টারটি জাপান সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। এই সেন্টারের টোকিওর বাইরে বিভিন্ন অঞ্চলে পাঁচটি শাখা রয়েছে। এই সেন্টারটি ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা, মানুষের কাছে ইসলামের

দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার পাশাপাশি জাপানী ভাষায় ইসলামী পুস্তিকাদি এবং সাপ্তাহিক , পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে।

এরপর জাপানীদের মাঝে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার হতে থাকে। ১৩৯৪ হিজরীতে জাপানে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। মাত্র দু'বছর পরে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে সাতাশ হাজারে। এটা একটা সুসংবাদ বৈ আর কিছুই নয়। জাপানী সংবিধানে এটা আছে যে তারা কোন ধর্মীয় বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করবে না। এভাবে জাপানী মুসলমানরা ইসলাম প্রচার প্রসার করার ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছে। এজন্য মুসলমানদের সংখ্যা সেখানে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে জাপানে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় ৫ লাখ। জাপান একটি বৌদ্ধ প্রধান দেশ। অনেক বৌদ্ধ ইসলামের মর্মার্থ বুঝে ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। তাই দায়ীদের জন্য জাপান একটি উর্বর ভূমি। বাংলাদেশ থেকে কিংবা বিভিন্ন দেশ থেকে বেশি বেশি দা'য়ী পাঠিয়ে এই উর্বর ভূমিকে কাজে লাগানো দরকার।

উলেস্নখযোগ্য কয়েকটি মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার

চলতি বছর এপ্রিল পর্যন্ত জাপানে মোট ৭৭ টি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো গুনমাকেন, সাকইমাচি, টোকিও মসজিদ, ইচি নোয়ারি, নাগোইয়া, কামা গাওয়া কেনএচিনা, চিবা হিওগা, বায়তুল আমান মসজিদ প্রভৃতি। আর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইসলামিক সেন্টার হচ্ছে ইয়ো ইয়ো, গিয়ো হারা, কোবে, নাগুয়া ইত্যাদি।

সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন যারা

জাপানে সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন যারা তাদের কয়েকজন হচ্ছেন বিশ্ব হেভিওয়েট রেসলিং চ্যাম্পিয়ান এনটনি ইবাকি, সমাজকর্মী ও ধর্ম প্রচারক আলী মুহাম্মদ মোরি, জাপানের পররাষ্ট্র বিষয়ক পার্লামেন্টারি কমিটির সদস্য ও রাজনীতিবিদ ইলচি নাকাওজ, মিস ফাতেমা কাজু, জাপানের সেনাবাহিনীর সদস্য মোং ইচি, ওমর মিনিয়ান, জাপানের টোকিওস্থ বিদেশ গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্রী মিসেস মামুচি, সহকারী মানব জাতিতত্ত্ব বিশারদ মুহাম্মদ সোলায়মান তার্কিউচি, চিকিৎসক ও কৌতুক অভিনেতা ডা. হিরু কুডি মাসু, বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডা. নাওমি কুতামি, ডাক ও তার মন্ত্রী জোশিরো কুমিয়ামা, পররাষ্ট্র মন্ত্রী বিষয়ক উপদেষ্টা ক্রোতাকা কান্দো, পাঁচটি ভাষায় পারদর্শী সাংবাদিক মিতমুসতারো ইয়ামাওকি, বিখ্যাত ব্যবসায়ী বুম্পাচিরো আরিজা প্রমুখ।

জাপানিদের মাঝেও দাওয়াতী কাজ করতে হবে

(পত্রিকার পাতা হতে)

ইসলামিক মিশন জাপানের তিন দিনব্যাপী কেন্দ্রীয় শিক্ষা শিবির ২০০১ এ প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে জনাব মকবুল আহমাদ বলেছেন, জাপানীদের মাঝেও বেশি বেশি দাওয়াতী কাজ করতে হবে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অন্যতম এসিস্টেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মকবুল আহমাদ ইসলামিক সেন্টার ও মিশনের আমন্ত্রণে জাপান সফর করেন।

জনাব কারী ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ শিক্ষা শিবিরে বক্তৃতাকালে তিনি আরও বলেন, শুধুমাত্র ইসলামই দিতে পারে মানুষের যাবতীয় সমস্যাবলীর নিখুঁত সমাধান। সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। জাপানের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত প্রায় একশ জন ডেলিগেটের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, যারা একই লক্ষ্যের অভিবাসী তারাই মূলতঃ আপনজন। তাই পরস্পরের গুণগুলো বেশি বেশি দেখে, দোষগুলো কম দেখে শিশাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মজবুত সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। নিজের ক্ষতি হলেও ইনসাফের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং অন্যের অধিকার সংরক্ষণের প্রতি সজাগ থাকার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।

বাংলাদেশে আওয়ামী ক্যাডারদের সন্ত্রাসী তাণ্ডব, রাজনীতিতে নোংরামী এবং ইসলাম উৎখাতে আওয়ামী কর্মসূচির সমালোচনা করে তিনি বলেন, দেশ চালাতে ব্যর্থ আওয়ামী সরকার দেশটাকে পরিণত করছে একটি নৈরাজ্যের মুল্লুকে। একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, সানা থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত একজন যুবতী নারী যদি নিরাপদে হেঁটে যেতে পারে, সেটাই হবে ইসলামী সমাজ। এমন একটি নিরাপদ ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রই আমরা কামনা করি। কাঙ্ক্ষিত সেই ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে এগিয়ে আসা প্রয়োজন।

তিন দিনব্যাপী এ শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন ইসলামী মিশন জাপানের জেনারেল সেক্রেটারি জনাব খোরশেদ আলম জাহাঙ্গীর।

জাপানে ইসলাম

সূর্যোদয়ের দেশ জাপান। প্রশান্ত মহাসাগর ও জাপান সাগরের মাঝে দীপমালার দেশ এ জাপান। বিশ্ব অর্থনীতির দ্বিতীয় সারিতে জাপানের নাম সমুজ্জ্বল। কেবলমাত্র মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সততা নিষ্ঠা সময়ের সদ্ব্যবহার কঠোর পরিশ্রম জ্ঞান বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং মনোহরী হাল্কা সামগ্রী উৎপাদন করে জাপানীরা সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। তাই তারাই জি-৭ দেশগুলোর তালিকায় এশিয়ার একমাত্র প্রতিনিধি। ইলেকট্রনিক্স গাড়ি রেল যোগাযোগ টেলিকম সার্ভিস, কৃষি উৎপাদন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন মূলক সার্ভিস সেক্টরে এদের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে।

তা সত্ত্বেও এদের সমাজে নেই মহাবিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সোবহানাহু তায়ালার স্বীকৃতি তার ইবাদত। এদের বেশিরভাগ লোক মনে করে যে জীবন মাত্র একটাই, তাই 'খাও দাও মজা লও, ভ্রমণ কর, জুয়া খেল জীবনটাকে পুরো কানায় কানায় ভোগ কর তারপর মরে যাও।' মরণের পর যে জীবন আছে তাতে এদের কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। তাই পিলে চমকানো চোখ ধাঁধানো আকাশচুম্বী দালান কোঠা থাকলেও এর মধ্যে সত্যিকারের শান্তির ছোয়াঁ নেই। এদের চমকানো উন্নতি দেখা গেলেও নেই পারিবারিক বন্ধন। পিতৃহীন শিশুর সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছেই। লিভ টুগেদার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত। মদ্যপ মানুষের সংখ্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। যৌনাচার আদিম উন্মত্ততায় রূপ নিয়েছে। সঙ্গীত আর সংস্কৃতির নামে চলে নারীকে উদোম করার পাঁয়তারা। ভোগবাদের চরম পরাকাষ্ঠা মানুষকে জুয়ার নেশায় বুদ করে রাখাসহ হাজারো শয়তানের চালবাজি। পাশ্চাত্য, মার্কিন ও বৃটিশ অপসংস্কৃতির ছোবল যেন গ্রাস করছে জাপানীদেরকে। এই বিপদগামী জাতি যদি ইসলামের পতাকাতলে আসতো তবে তারা হতো সত্যিকারের মুসলমান। কারণ এদের মধ্যে রয়েছে সত্যবাদিতা, সততা, নিষ্ঠা, ওয়াদা রক্ষা, আমানতদারি ইত্যাদি। এদের সাথে মুসলমান তথা মধ্যপ্রাচ্যের রয়েছে পুরাতন সম্পর্ক। উমাইয়া ও আব্বাসীয় শাসকদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলাকালে মুসলমানরা জাপানে আসে। নবম শতাব্দীর মুসলিম সমুদ্র বিশারদরা জাপান ও মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে বিরাজমান বাণিজ্যিক লেনদেনের কথা উল্লেখ করেছেন। সামুরাই ধাঁচের ইস্পাতের তলোয়ারের জন্য জাপান বিখ্যাত ছিল, সে সময় মুসলিম সওদাগররা Ruyuku বন্দরে আসতো। তুরস্কের উসমানিয়া সাম্রাজ্যের সুলতান আব্দুল হামিদ ১৮৮৯ সালে জাপানের সাথে (২য়) কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে এডমিরাল উসমানের নেতৃত্বে ৬-৯ জন যাত্রী সমেত যুদ্ধ জাহাজে ERTUGRUL কে ইয়াকোহামা পাঠাত। সে সময়কার সম্রাট মেইজী ও সরকার ঐ মিশনকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। দেশে ফেরার পথে জাহাজটি ওসীমা দীনের কাছে দুর্ঘটনা কবলিত হলে মাত্র ৬৯ জন যাত্রী প্রাণে বাঁচে। জাপান সরকার দুটি জাহাজে করে এসব তুর্কি যাত্রী ও মৃতদের লাশ তুরস্কে পাঠিয়ে দেন। সেই থেকে তুরস্ক ও জাপানের মধ্যে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীর বন্ধন সূচিত হয়। তোরাজিরো ইমাডা নামের একজন যুবক জাহাজ দুর্ঘটনার পর তুরস্কে যান এবং প্রায় ২০ বছর যাবত সেখানে বসবাস করেন এবং দু'দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বের সেতুবন্ধন রচিত হয়। এক গবেষণায় জানা যায় যে, সম্ভবত তিনিই ছিলেন দেশের প্রথম মুসলমান। তিনি ১৮৯৩ সালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপরে আসেন তুর্কী বংশধর তাঁতার মুসলমানরা। এদের মধ্যে রশিদ ইব্রাহীম নামের একজন জাপানে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু করেন। তার সংস্পর্শে অনেকেই ইসলাম কবুল করেন। রাশিয়ার রুশ বিপ্লবের (১৯১৭-১৯) সময় তুর্কি তাতার পরিবারের যারা জাপানে আসে তারা ভারতীয় মুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে মিশে যায়। তারা সবাই মিলে ১৯১৮ সালে কোবে শহরে একটা মসজিদ নির্মাণ করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে জাপানের রাজকীয় বাহিনীর সৈন্যরা মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় থাকাকালে মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে। এতে করে অনেকেই ইসলাম কবুল করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বেশ কিছু পাকিস্তানী ব্যবসায়ী জাপানে আসেন এদের মধ্যে ছিলেন জনাব মতিয়ালা। যিনি ব্যবসার পাশাপাশি ইসলামের আলোকবর্তিকা সাথে নিয়ে আসেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তকুশিমা জেলা কোবে এবং অন্যান্য এলাকায় তিন শতাধিক জাপানি ইসলাম কবুল করেন।

বর্তমানে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলিম দেশের দূতাবাস রয়েছে টোকিওতে। এছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ঘানা, মিসর ও অন্যান্য দেশের মুসলমানরা এদের সমাজে বসবাস করছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণাগারে রয়েছে ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকরা। তাছাড়া জাপানি কোম্পানীগুলোতে কাজ করছে হাজার হাজার মুসলমান। সুতরাং মুসলিম সংস্কৃতির সাথে মত বিনিময় তথ্য আদান-প্রদান ও জানা শোনার সুযোগ এসেছে। এখনই প্রায় বৈবাহিক সূত্রে জাপানিদের সাথে মুসলমানদের আত্মীয়তার বন্ধন বাড়ছে তাই ইসলাম প্রচারের সুযোগও এসেছে। জাপানে মুসলমানদের সংখ্যা মূলত কত তা সঠিকভাবে জানা যায়নি তবে দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড পত্রিকার মতে ৫০ হাজার মে ২০০০ সংখ্যা) প্রায় ১০ থেকে ২০ জন মুসলমান প্রতি বছর হজ্ব পালন করেন। এখন প্রায়ই জাপানী ও মুসলমানদের মধ্যে বিয়ে-শাদির মাধ্যমে জাপানীরা ইসলাম কবুল করছে। জাপানের মত ধর্মনিরপেক্ষ দেশে মুসলমানরা হালাল মাংস ও খাদ্য সামগ্রীর অভাব এক সময় অনুভব করতো। আল্লাহর অসীম রহমতে তাকিউবিনের মাধ্যমে এখন জাপানের প্রতিটি অঞ্চলে হালাল ফুড পৌঁছে যায়। এনএইচকে, টিবিএস, ফুজিটিভি, আসাহি টিভিসহ সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনসমূহে মাঝে মধ্যে ইসলামী রীতি-নীতি কিছু অনুষ্ঠানাদি প্রচারিত হয়। ইতিহাস ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়। আবার এসব গণমাধ্যমে না জেনে না বুঝে ইঙ্গমার্কিন অপতৎপরতার মাধ্যমে কাজা লাগিয়ে ইসলামের বারোটাও বাজায়। যা ইসলাম ও মুসলমানদের উপর এক ধরনের জুলুম। এ দেশে পড়াশুনা এবং জীবন ও জীবিকার সন্ধানে আসা বাংলাদেশী মুসলমান যুবকদের নামাজের দিকে আহবান, আল্লাহর পথে সামিল হবার লক্ষ্যে একদল মোমিন মুসলমান গড়ে তোলেন ‘ইসলামিক মিশন জাপান’। মিশন একদল তরুণকে কুরআন পথে হাদীসের পথে, আল্লাহর পথে আনতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের কাম্য আমাদের ভাইয়েরা হারাম ছেড়ে হালাল পথ ধরবে, লিভ টুগেদারের বদলে খাঁটি মুসলমান হয়ে সৎ জীবনযাপন করবে, মদ ছেড়ে জুস ধরবে জুয়া ছেড়ে তাহাজ্জুত ধরবে এবং প্রকৃত মুসলমান হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবে। জাপানী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা, কোম্পানীতে চাকরি এবং জাপানি মহিলাদের সাথে ঘরসংসার করার ফলে মুসলিম সমাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। এরই দরুণ টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Oriental Culture ইসলামে নগরায়ন ১৯৮৮-৯০ শীর্ষক এক গবেষণা কর্ম হাতে নেয়। এছাড়া ১৯৯৯ সালে নভেম্বর মাসে The Sasakawa Peace Foundation সিজুকাওয়া জেলার মত শহরে দু’দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে যার শিরোনাম ছিলো Islam and Civil Society. এছাড়া (OIC) এবং ইসলামিক সেন্টারে গত বছর মে মাসে টোকিওস্থ জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয়ে East Asia and the Muslim World নামে তিন দিনের এক জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে জানাশোনা বহু পণ্ডিত। যাদের সাথে মুসলিম সমাজের যোগাযোগ একেবারেই কম। Osaka University of Foreign Studies এ রয়েছে আরবী ভাষা বিদ্যা Tokyo University of Foreign Studies এবং International Buddist University তে রয়েছে আরবি শেখার সুযোগ। টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে ইসলামিক বিদ্যা শিক্ষার কোর্স, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার জন্য রয়েছে Japan Co-operation Center for the middle east, Middle East Institute of Japan এবং The middle Eastern cultural center library আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থার মধ্যে রয়েছে Islamic Republic News Agency (IRNA) জাপানে এখন প্রতিদিন আল্লাহু আকবর এ প্রশংসনীয় ধ্বনির মধ্য দিয়ে বহু মুসলমানের ঘুম ভাঙ্গে। মেগাসিটি টোকিও, ওসাকা, কোবে, নাগোয়া এবং অন্যান্য শহরে গড়ে উঠেছে অনেক মসজিদ। গত বছর জুন মাসে আবার

নতুন করে টোকিও মসজিদের শুভ সূচনা হয়। মার্বেল পাথরে মোড়ানো মিনার থেকে প্রতিদিন আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা হয়। এ মসজিদ যেন জাপানের মুসলমানদের মহামিলন কেন্দ্র। প্রতিদিন জাপানের দূর-দুরান্ত থেকে ইসলামকে জানার জন্য বহু মানুষ এখানে ভিড় জমায়। রুশ বিপ্লবের পর তুর্কি তাতার মুসলমানরা যারা জাপানে এসেছিলেন তারই উদ্যোগে ১৯৩৮ সালে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ভূমিকম্পের দরুণ মসজিদটিতে ফাটল দেখা দিলে তা ভেঙ্গে ফেলা হয়। পরবর্তীতে তুরস্কের ধর্মমন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং সব দেশের মুসলমানদের সহযোগিতায় গত বছর জাপানে বসবাসরত মসলমানদের প্রানের দাবি টোকিও মসজিদ অবশেষে আল্লাহ পাকের রহমতে বাস্তবে রূপ নিল। 'ইসলামিক মিশন জাপান' জাপান প্রবাসী মুসলমানদেরকে বিশেষত বাংলাদেশীদেরকে এক আল্লাহর দিকে আহবান জানানোর লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তারই রহমতে জাপানের বহু জেলায় ভাইয়েরা দিনরাত আল্লাহর পথে কাজ করে যাচ্ছে, বহু বিপদগামী যুবকদেরকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে মিশন আনতে সক্ষম হয়েছে। ইতিমধ্যে টোকিওতে পূর্ণাঙ্গ বায়তুল আমান মসজিদ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া ব্যাপকভাবে ইসলামি বইপত্র কুরআন হাদীস ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অডিও ভিডিও ক্যাসেট বিতরণ, সিরাতে সম্মেলন, জুমার ঈদের নামাজের জামায়াত আয়োজনসহ বিভিন্ন দীনি কাজের আনজাম দেয়া হয়।

জাপানে ইসলামের প্রচার প্রসার ও দাওয়াতী কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে অন্যতম হল ইসলামী সেন্টার জাপান, ইসলামী মিশন জাপান, এসোসিয়েশন ইসলামিক সার্কেল অব জাপান, এ্যারাবিক ইসলামিক ইনস্টিটিউট, জাপান ইসলামিক ট্রাস্ট। তাবলিগ জামায়াত, জাপান ইসলামিক সংগ্রেস, কাউন্সিল অব ইসলামিক অর্গানাইজেশন ইন জাপান, পানকম্যুনিশেন সেন্টার, ইয়োকোহামা ইসলামিক মাস মিডিয়া সেন্টার প্রভৃতি। জাপানে বসবাসরত জাপানি মুসলমান ভাই বোনরা এবং প্রবাসি মুসলমানরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) এই এক পতাকা তলে সমবেত হলে ইনশাআল্লাহ কিউসু থেকে হোক্কাউডো এবং নাগানো থেকে নাহা সর্বত্র কালেমার পতাকা দিনে দিনে আরও উপরে উঠবে ইনশাআল্লাহ। এই কামনাই আমার।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলার সৌজন্যে মো. শাহাজাহন মাতবর, জাপান থেকে।

ইসলামের আলোয় আলোকিত হলেন মি. মতি

জাপানকে বলা হয় সূর্যোদয়ের দেশ। বর্তমানে জাপানে আল্লাহর দীনের সূর্যোদয়ও শুরু হয়েছে। স্থানীয় জাপানী ছাড়াও প্রবাসী ভিন দেশীয় অন্য ধর্মালম্বীরাও ইসলামকে জেনে বুঝে গ্রহণ করে নিজের জীবনের গতিকে অন্ধকার, হতাশা থেকে আলাদা ও শান্তির পরশে নিয়ে আসছে। এতে অনেকেই মানসিক প্রশান্তি পাচ্ছে বলে জানাচ্ছে।

৩৫ বছরের তরুণ শিক্ষিত হিন্দু যুবক ভারতের হায়দরাবাদের বাসিন্দা মি. মতি আজ সুমিদা কু টোকিও জাপানের বায়তুল আমান জামে মসজিদে, জাপান ইসলামী সেন্টারের আমন্ত্রণে আগত বাংলাদেশী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ,

জামায়াতে ইসলামীর অন্যতম সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মকবুল আহমাদের নিকট কালেমা শাহাদাত পড়ে ইসলাম কবুল করে একজন মুসলমান হিসেবে সামিল হলেন। তার বর্তমান নাম মুহাম্মদ মতিউর রহমান।

তিনি ভারতের হায়দারাবাদের অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার মি. নগেশের জেষ্ঠপুত্র। তার পিতা, এক ভাই ও ঐ দেশে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছেন। তিনি আশা করেন তার বিবি যার বর্তমান নাম শ্রী বাণী তিনিও অচিরেই ইসলাম গ্রহণ করবেন তার নাম হবে সামসুন্নাহার। তিনি ইতিমধ্যে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার ছোট দু'ছেলের ইসলামের ইতিহাসের দু ঐতিহাসিক মুজাহিদের নামে নাম রাখলেন খালেদ বিন অলিদ ও সৈয়দ আহমদ বেরলভী।

এ মহতী অনুষ্ঠানে ইসলামী মিশন জাপানের সহ সভাপতি জনাব আহসান আল বাশার, মাওলানা আনিসুর রহমান আজাদ, জনাব নূরুল ইসলাম, দৈনিক বিজলীর (রংপুর) প্রাক্তন সম্পাদক মামুনুর রশীদ ও আরো অনেকে।

তিনি ১৯৬৫ সালে ৪ অক্টোবর হায়দরাবাদের লাকিদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৯ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োকেমেস্ট্রিতে বিএসসি ডিগ্রী লাভ করেন। ইসলাম গ্রহণে কোন জিনিস তাকে আকৃষ্ট করেছেন তার উত্তরে তিনি বলেন, ব্রাক্ষ্মণ শুদ্র এ ধরনের জাতপাতের অমানবীয় প্রথা নেই ইসলামে। মসজিদে নামাজে উঁচুনীচু, ধনী-গরীব এক কাতারে দাঁড়ায়, বিশেষ করে দু'ঈদে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল মুসলমান যেভাবেই ভাই ভাই হিসেবে সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে কোলাকোলি করে তা আমাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। ইসলামের আবেদন হৃদয়ে, মস্তিস্কে, চিন্তায়, চেতনায়, মহানুভবতা, অন্যের প্রতি দরদ ও ভালোবাসায় এগুলো আমাকে বেশ প্রভাবান্বিত করেছে। তদুপরি কুরআনের আবেদন আধুনিক বিজ্ঞানের আবেদনের সাথে মিলে যাচ্ছে, তাই আমি দেখছি সুদূর আমেরিকার সাদারা যেমন এ দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে, সুদূর আফ্রিকার কালোরাও আকৃষ্ট হচ্ছে। এ যেন মহামানবের বিশ্বব্যাপি মহামিলনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার নয় ইসলামই মানবতাকে শান্তি ও মুক্তি দিতে পারে।

তিনি আরো বলেন, হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও ছোট বেলায় আমাদের জ্বর হলে মসজিদের ইমামের নিকট পাঠিয়ে দিতেন। তিনি নামাজের পর আমাদের মাথায় হাত দিয়ে ফুঁ দিতেন। আমাদের জ্বর ভালো হয়ে যেতো। আমরা খুবই খুশি হতাম। তিনি আরো বলেন, অজু করে পাক পবিত্র হওয়ার জায়গায় পানিতে সুন্দর সুন্দর রঙীন মাছ ছুটাছুটি করতো তা দেখার জন্য হিন্দু ছেলেরা একত্র হতো। নামাজ শেষে আমরাও মসজিদের বাইরে লাইন ধরে দাঁড়াতাম। ইমাম সাহেব আমাদের সবাইকে আদর করতেন, ফুঁ দিতেন, মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করতেন এটাও আমাদের মনের উপর বেশ প্রভাব পড়তো।

তিনি আরো বলেন, জাপানে আমার কাজ শেষ হলে আমি ক্যালিফোর্নিয়া চলে যাব। সেখানে যে সত্যের আলো আমি পেয়েছি সে দাওয়াতের কাজের জন্য আমি সর্বাত্নক চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আহছান আল বশর, জাপান হতে

জাপানের বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের ঠিকানা

Islamic Circle of JapanHira Mosque
Gyotoku Ekimae 3-3-19
Chiba-ken-Japan

Kyoto
Kyoto Muslim Association
C/O Kyoyo Gakari, Gakusei-bu
Kyoto University
Yoshida Honmachi, Sakyo-ku
Kyoto 606-8501-Japan

Muslim Students Association-Japan
7-406, C/O Daigo Ishida Danchi
Fushimi-ken
Kyoto 601-13-Japan

Osaka
Dawah Islamia Osaka
4-27-14 Tsukahara
Osaka-Japan
Tel : 0081-726-936-1707

Sendai
Islamic Culture Centre
Eido Bldg 1-2-40 Katahira
Sendai-Japan
Tel : 0081-222-67-1716

Shimane
Shimane Muslim Association
c/o Muhammad Salman Sugimoto
Uchida apt. Hakicho 28-2
Matsue 690-086, Japan
Tokyo
Arabic Islamic Institute
3-4, 18 Moto Azabu
Tokyo 106-Japan
Tel : 0081-33-404-6709
Fax : 0081-33-404-3978

Islamic Circle of Japan
Islamic Centre Japan
1-16-11 Ohara
Tokyo 456-Japan
Tel : 0081-3-3474-2272
Fax : 03-3460-6105

Islamic Circle of Japan
Toshima-ku-Kami Ikebokuro
Tokyo-T-170-Japan
Tel : 03-5394-6865

Islamic Cultural Society
2-13-22 Tomigaya
Tokyo 151-Japan

Japan Islamic Congress
4F, Arai Building-1-5-4
Kabuki Cho
Tokyo 150-Japan
Tel : 0081-3-205-1313

Japan Muslim Association
01-24-4, Yoyogi
Tokyo 151-Japan

Tokushima
Tokushima Islamic Education Center
Academiya Khalidonica-Nll Bldg.
Tokushima-Japan
Tel : 0081-886-52-7595

[আল কুরআন একাডেমী লন্ডন কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ ইসলামিক ডিরেক্টরি হতে সংগৃহিত]

সমাপ্ত